চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক
বিপন্ন গণতন্ত্র
চারের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

তারার বোন তারিনী
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২২ জ্যৈষ্ঠ – ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ ঃ ৬ জুন – ১২ জুন, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 32, 6 June - 12 June, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

প্রতিদিন বিষ খাচ্ছে মানুষ, আটকাবার লোক নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাগি কান্ডের পর দেশ জুড়ে খাদ্যের গুণগত মান নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ম্যাগির মতো একটি বহুল প্রচলিত প্যাকেট জাত খাদ্য সামগ্রীর গুণগত পরীক্ষায় ম্যাগিতে সীসা ও মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট পাওয়া গিয়েছে। যা প্রাণ হানিকর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই ম্যাগিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের কথা ছেড়ে দিলাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকের বাজারে ও মেলা পার্বণে যত্রতত্র যে স্ন্যাক্সবার ও হোটেল গজিয়ে উঠেছে, যেখানে এগরোল, চাউমিন, কাটলেট, ফিসফ্রাই বিভিন্ন ফাস্ট ফুড মানুষ গোগ্রাসে গিলছেন, সেই সমস্ত খাদ্যবস্তুর আদৌ কি গুণগত মান বজায় আছে? এছাড়া এই গরমে রাস্তাঘাটে চোখে পড়ছে রঙিন জলের সরবৎ, কাটা ফল, অপরিষ্কার বাক্সে আইসক্রিম কিংবা পেপসি বিক্রি হতে। মানুষ গরমে তাও খাচ্ছেন। এই সমস্ত খাদ্য বস্তুর গুণগত মান নিয়ে কোনও সরকারি নজরদারিও চোখে পড়ে না। তাছাড়া এখন প্রতিটি বিদ্যালয়েই মিড-ডে মিল চলছে। মাঝে মধ্যে ওই খাবার খেয়ে ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজ্য ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের লোকজন ছুটে যান। আবার সব চুপচাপ হয়ে যায়। ধারাবাহিক নজরদারির কোনও ব্যবস্থা নেই। খাদ্য দ্রব্যের গুণগত মান ঠিক আছে কিনা তা নজরদারি করার কথা স্বাস্থ্য দফতরের অধীন খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের।

কিন্তু এই দফতরের পর্যাপ্ত আধিকারিক নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম দাস মালাকার

জানালেন, আমাদের জেলায় প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্য দফতর থেকে একজন আসেন, কিন্তু তার পক্ষে ২৯টা ব্লকে নজরদারি করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, '১০-১৫ বছর আগে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের অধীনে একজন করে ফুড ইন্সপেক্টর ছিলেন, যারা ঘুরে ঘুরে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করতেন। এখন তা নেই।' সেটা কি আবার চালু করা যায় না? সে প্রশ্নে তিনি বলেন, 'এটা সরকারের ব্যাপার আমি কি বলব'। প্রসঙ্গত প্রতিটি হাটে বাজারে যে দূষিত পরিবেশের মধ্যে এবং নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে খাবার বানানো হচ্ছে, তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। কিন্তু পথ চলতি মানুষকে বাধ্য হয়েই রাস্তাঘাটের হোটেলের খাবার খেতে হচ্ছে। সরকারি কোনও নজরদারী না থাকায় ব্যবসায়ীদেরও পোয়া বারো। খাবারের সঙ্গে প্রতিদিনই ক্ষতিকর রঙ, ধাতু, অ্যান্টিবায়োটিক, কীটনাশক, হরমোন ইত্যাদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে প্রতিটি ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকের অধীনের একজন ফুড ইন্সপেক্টর নিয়োগ করে যদি নিয়মিত নজরদারী চালান, তাহলে ভেজাল খাদ্য বিক্রির প্রবণতা অবশ্যই কমবে। আম আদমি স্বস্তি পাবে।

শুধু জেলা কেন। যে শহরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে ভিড় করেন সেই কলকাতা শহরের অবস্থাও তথৈবচ। কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরে বহুদিন খালি পড়ে আছে 'ফুড ইন্সপেক্টর'-এর পদ। বর্তমানে ২২টি পদে আছেন ৭ জন। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এত কম লোক নিয়ে এতবড় কলকাতা শহরে খাদ্য বিষয়ে নজর রাখা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে বাম ও তৃণমূল জমানা, দুয়েরই এক ছবি। অতএব উপায় নেই ঘুরতে ফিরতে পথে-ঘাটে বিষ খেতেই হবে। কলিযুগের মানুষদের দেখে শিবও অবাক হচ্ছেন। তিনি তো ভয়ে বিষ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। শরীরে ছড়াতে দেন নি। আর আমরা তো সারা শরীরে প্রতিদিন বিষ ধারণ করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আশ্চর্য না! তবে জানা গেল কলকাতা পুরসভার নতুন কাউন্সিল গঠিত হবার পর স্বাস্থ্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ এব্যাপারে তৎপর হয়েছেন।

এ খরা কেন?

ব্যস, আর চিন্তা নেই। মৌসম ভবন জানিয়ে দিয়েছে বৃষ্টি কমবে, এ বছরে খরা একটা হবে। গত বছরও বৃষ্টির পরিমাণ কম ছিল। প্রভাব পড়েছিল বাজেটে, জনজীবনে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে মৌসুমীর অপমৃত্যু। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আসল কারণ বোঝাবার জন্য।

আজ সারা দেশজুড়ে হতাশাভরা রব উঠেছে—'খরা! খরা! খরা!' বর্ষার শুরুতে আকাশ ভরা মেঘ দেখে দীর্ঘ গরমের পর ছেলেমেয়েরা আনন্দে গেয়ে উঠত—'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে'। কিন্তু বর্ষার ক্রমশ তেমন 'ঝেঁপে' বৃষ্টিও ঘন ঘন আসছে না, দান মেপে দেওয়ার সুযোগও কেমন যেন কমে আসছে। চারিদিকে আজ প্রশ্ন—'এত খরা কেন? মৌসুমীর বর্ষা কোথায় গেল?'

যেভাবে আমরা অবিমৃশ্যকারিতা, ভোটলোলুপতা ও বৈজ্ঞানিক অপচেতনার সঙ্গে মরুর বুকে ক্রমবিস্তারিত সেচের খাল টেনে জল সিঞ্চন

ভ্রান্ত পরিকল্পনার ফল

এটা কি থর মরুভূমি না কি কৃষি অঞ্চল?

করে চলেছি তাতে মৌসুমী বায়ুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মৌসুমী জলবায়ু প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য মরুভূমির প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। অবশ্য ভারতে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। প্রতিনিয়তই বেশি মুখের খোরাক যোগাতে হলে উৎপাদনও দ্রুতহারে বাড়ানো দরকার। এক ফসলী জমিকে বহুফসলী ও প্রায় অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য সেচের পরিমাণ বাড়াতেই হবে। রাজস্থানের মরু অঞ্চলের চারিদিকে মরু প্রায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে সেচ বাড়ালে ও বৃক্ষ রোপণ করলে ভালই হবে। কারণ, তাতে মরু অঞ্চল নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকবে, বাড়তে পারবে না। মরু অঞ্চলে বাড়লে বৃহত্তর এলাকা নিয়ে নিম্নচাপ অঞ্চল গড়বে, কিন্তু তার গভীরতা কমবে এবং ফলে কমজোরী হয়ে দূরের বাতাসকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাও কমে যাবে।

রাজস্থানের মরুভূমির ওপর থেকে নিয়ত হাওয়ায় মিহি ধুলা উড়িয়ে দূরে নিয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু মোটা দানা ঝুরো বালি। কিন্তু এই বালির কিছু নীচেই আছে এঁটেল দোঁ-আশ মাটির স্তর। সুতরাং এই মরু মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে প্রচুর। বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের মাধ্যমে যে জল এই মাটি ধরে রাখছে, শুকনোর সময়ে সেই জল অনেকটা চুইয়ে আবার ওপরে উঠে আসছে। মানুষ প্রকৃতি-সৃষ্ট মরুভূমিকে স্বাভাবিকভাবেই বসবাসের দিক থেকে এড়িয়ে এসেছে। ৪৫০০ বছর পূর্বে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর যুগেও এ অঞ্চল মরুভূমি ছিল, যেখানে ছোট ছোট বাস অঞ্চলে (hamlets) ভূতলবর্তী সেচের পরিখায় নিদর্শন পাওয়া গেছে। আজ আমরা বিপুল সেচের পরিখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। আজ আমরা বিপুল সেচের মাধ্যমে এ অঞ্চলকে শস্য শ্যামলা করে অধিকতর লোক বসতি টেনে আনছি (৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে)। বারংবার আবাদের ফলে নীচের মাটি ওপরের বালির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বসবাসের জন্য জঞ্জাল, মলমূত্র, জীবদেহাবশেষ ইত্যাদি পচে মাটির মধ্যে আঠালো বস্তুর (Cellulose) সৃষ্টি করে মাটির আঁট বাঁধার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছে, ফলে জলধারণ ক্ষমতাও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আজ আর মরুভূমির ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ী বিশেষ চোখে পড়ে না, সবই গাঢ় সবুজ গুল্মলতা ঝোপে ভরে যাচ্ছে। যেখানে চাষ হচ্ছে, সেখানে ত' বৃক্ষ ও ফসলে মাটি ঢাকা থাকছে, আর অন্য অঞ্চলগুলো আজ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-ছাগল গরুর চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে সেচের মাধ্যমে এই পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কেন্দ্রীয় র‍্যাডারে ইসলামিক স্টেটের স্বপ্ন

অবাধে চলছে বৈঠক, টার্গেট সীমান্তের যুবকরা

কুনাল মালিক

এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকায় জেহাদি ইসলামিক নানা জঙ্গি সংগঠন আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। বাংলাদেশের জামাত-উল-মুজাহিদিন ও হরকত উল-জেহাদি ইসলাম নামক সংগঠনের সদস্যরা এদেশের সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ করে সংখ্যালঘু মানুষদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে ধর্মের নামে জেহাদি কাজকর্ম করছিল। শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের মগজ ধোলাই করে বিভিন্ন অনুমোদিত মাদ্রাসায় জেহাদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বেআইনি বিস্ফোরক বানানোর ও অস্ত্র চালনার শিক্ষা দিচ্ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে গোটা পশ্চিমবঙ্গ অসম, ত্রিপুরা, বিহার ও মেঘালয়ের কিছু অংশ এবং মায়নমারের আরাকান প্রদেশকে জুড়ে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের চক্রান্তের তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর আগেই পেয়েছিল। বাংলাদেশের বিতাড়িত জামাতপন্থী জঙ্গি সংগঠনের লোকজন এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘাঁটি গেড়ে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র চোরাপথে রাজ্য থেকে বাংলাদেশে পাঠাত। এ তথ্যও এনআইএর তদন্তে উঠে এসেছে। খাগড়াগড় কান্ডের পর আন্তর্জাতিক জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর সন্ধান মিলেছে এ রাজ্যে। সম্প্রতি সারা বিশ্বে আলোচিত কুখ্যাত জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আই এস) সক্রিয়তাও এ রাজ্যে বেড়েছে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিম এশিয়ার কট্টর মৌলবাদী ইসলামিক স্টেটে ইরাক, সিরিয়া আর ইয়েমেনের অনেকখানি জায়গা দখল করে সারা রাষ্ট্রে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা, মেয়েদের বন্দি করে অত্যাচারের নয়া নজির গড়েছে আই এস।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন এ রাজ্যের জেহাদি গোষ্ঠীর সঙ্গে আইএসের সখ্যতা গড়ে উঠেছে। ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনে যুবকদের নিয়োগ করার জন্য জামাত উল মুজাহিদিন এদের হয়ে এ রাজ্যে প্রচার শুরু করেছে। এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ এখন জেহাদি গোষ্ঠীর অন্যতম ডেরা। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠীর লোকজন সীমান্ত পার করে এ রাজ্যে আসছে। আই এস সংগঠনের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে জুম ও আনাআরুল্লা বাংলা টিমের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ ছাড়া নদিয়া, মালদহে, উত্তরবঙ্গ এবং দুই ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের টার্গেট করেছে আই এস। এ রাজ্য থেকে সদস্য সংগ্রহ করে আই এসের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠাতে চায় জুম। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় এবং জলপথে তাই নজরদারি বাড়াতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তৎপরতা শুরু করেছে।

রায়দিঘির বেআইনি মেছো ভেড়ির দখল নিল বন দফতর

মেহেবুব গাজি

জঙ্গল আর নদীর চর কেটে বেআইনি ভেড়ি তৈরির রমরমা সুন্দরবন জুড়ে। নেপথ্যে চলে কোটি টাকার ব্যবসাও। কিন্তু যুক্তরা প্রভাবশালী হওয়ায় সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করতে ভয় পান। এবার অবশ্য তৎপর হল সরকার। অবশেষে সুন্দরবনে জঙ্গল ও নদীর চর কেটে তৈরি হওয়া বেআইনি মেছোভেড়ি বন্ধে উদ্যোগ নিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার রায়দিঘির পূর্ব শ্রীধরপুরে ঠাকুরান নদীর চরে বেআইনিভাবে তৈরি হওয়া প্রায় ৫০০ বিঘা মেছো ভেড়ি বন্ধ করল প্রশাসনের কর্তারা। এদিন সকালে বন দফতরের রায়দিঘি রেঞ্জের আধিকারিক, কর্মী-সহ রায়দিঘি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় যায়। পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কায় মোতায়েন ছিল বিশাল বাহিনী। শুরু হয় বেআইনি নির্মাণ ভাঙা। প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে চলে এই অপারেশন। ভেড়ির জমি দখল নেয় বন দফতর। কর্তারা জানিয়েছেন, এই দখল নেওয়া চরে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে বাদাবন তৈরি করা হবে।

প্রায় বছর খানেক ধরে পূর্ব শ্রীধরপুরের ঠাকুরান নদীর চরে বেআইনিভাবে ম্যানগ্রোভ কেটে এলাকার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তৈরি করেছিলেন মেছো ভেড়ি। এই ভেড়িতে নদীর জল ঢুকিয়ে ভেটকি, চিংড়ি চাষ হত। কিন্তু নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস ও নদীর চর কাটায় বন্যার আশঙ্কায় ভুগছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দারা একাট্টা হয়ে রায়দিঘি থানা, বন দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ, বন দফতর, সুন্দরবন পর্ষদ তদন্তে নামে। মেছোভেড়ির বন্ধের কথা জানিয়ে দেয় বন দফতর। বিশেষ করে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা প্রশাসনকে ভেড়ির দখল নিয়ে পুনরায় বাদাবন তৈরির নির্দেশ দেন। মন্ত্রী বলেন, 'অভিযোগ পাওয়া মাত্র বন দফতর ও পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সুন্দরবনে বাদাবন ধ্বংস করে কোনও বেআইনি কাজ করা যাবে না। ওই জমিতে পুনরায় বাদাবন তৈরি করা হবে।' প্রশাসনের এই ভূমিকায় খুশি গ্রামবাসীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বলেন, 'এই মেছোভেড়ি ঘিরে কোটি টাকার ব্যবসা চলে। জড়িত প্রভাবশালীরা। আমরা অনেক সময় অভিযোগ করেও সুরাহা পাইনি। এবার আমরা খুশি। বন্যার হাত থেকে বাঁচলাম আমরা।'

বুকে কবিতা নিয়ে স্বপ্ন ফেরি ফল বিক্রেতা নেপালের

সৈকত ঘোষ

কোনও দিন আধপেটা আবার কোনও দিন না খেয়েই সকালে বেরিয়ে পড়েন নেপালবাবু। মাথায় ঝুড়ি ভর্তি কলা, বেল, সবেদা নিয়ে ভিড় বাসে চেপে চলে আসেন ডায়মন্ডহারবারে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ফল বিক্রি করেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সর্বদাই নেপালবাবু ফল ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে এলে তবেই পেটের ভাত, নচেৎ আধপেটা অনাহারে থাকতে হয়। সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় ফল বিক্রি করে দুটো নাগাদ সস্তার হোটেলে কোনও মতে সবজি ভাত খেয়ে আবার ফল বিক্রি করতে বেরিয়ে পড়েন। সন্ধে সাতটা নাগাদ যতটুকু বিক্রি হয়, তার টাকা ও অবশিষ্টগুলি নিয়ে আবার বাসে চেপে ফিরে আসেন বাড়িতে। সেখানে তার জন্য রোজ অপেক্ষা করে থাকেন তিনটে ক্ষুধিত মুখ, দুই সন্তান ও তার স্ত্রী, তিনি টাকা নিয়ে এলেই তবে চাল, ডাল, তরিতরকারি কেনা হবে। তারপরেই উনুনে হাঁড়ি চড়বে, তাদের অবস্থা এমন 'দিন আনি দিন খাই'। কোনও কারণে ফল বিক্রি করতে না বেরলে তার পরিবারের সবাইকে অনাহারে কাটাতে হবে।

এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নেপালবাবু নিজের জীবন যন্ত্রণা রূপ দিয়েছেন

সাহিত্যে, লিখে চলেছেন কবিতা, ছড়া। তিনি বিষ্ণুপুর থানার হাসিমনগর গ্রামের বাসিন্দা, তার প্রকৃত নাম নেপাল চন্দ্র কর। অত্যধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও অভাব তার পিছু ছাড়েনা। তবু আপন মনে লিখে চলেছেন ছড়া কবিতা।

মাধ্যমিক পাশ করার পরেই তার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে অসুস্থ মা, অবিবাহিত দুই বোন ও অসুস্থ দাদাদের দেখভাল করার ভার পড়ে নেপালবাবুর উপর। বাধ্য হয়ে শিরাকোল হাইস্কুলের তৎকালীন কৃতী ও মেধাবী ছাত্র নেপালবাবু পড়াশুনো প্রায় বন্ধ করে দেন। টিউশন পড়ানো দিয়ে আয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু গোটা সংসার চালানোর জন্য অর্জিত অর্থ ছিল যৎসামান্য, বাধ্য হয়ে তিনি পড়ানো ছেড়ে দিয়ে বাসে হকারের কাজ করতে থাকেন। এই পেশাতেও যখন অর্থাগম প্রায় হচ্ছিল না, তখন নেপালবাবু ফলবিক্রির সিদ্ধান্ত নেন, তবে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে যে কলম ধরেছিলেন চরম দারিদ্রতাকে হার মানিয়ে তিনি সেই কলম কোনও দিন ছাড়েন নি, নিজের উপার্জিত অর্থেই বিয়ে দিয়েছেন দুই বোনকে। নিজের একটি মেয়েকেও বিয়ে দিয়েছেন। একটি ছেলে ও মেয়ে বর্তমানে তার কাছেই থাকে। তবে নেপালবাবু সবাইকে পড়াশুনা করিয়ে মাধ্যমিক পাশ করিয়েছেন। আর সামর্থ নেই তাদের পড়াশুনা চালানোর।

তবে নিজের অন্তরে লুকিয়ে থাকা ভাব সর্বদাই রূপ দিয়ে চলেছেন সাহিত্যে, এত অভাবের মধ্যে লিখে ফেলেছেন কয়েকশ কবিতা, ছড়া, গান কিছু গল্প ও নাটক। রবীন্দ্র নজরুল প্রেমিক এই কবির চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'ভোরের মুকুল', 'আলোর ঝর্ণা', 'প্রতিধ্বনি'। নতুন একটি কাব্যগ্রন্থ 'জীবনপথে'র জন্য পান্ডুলিপি তৈরি করেছেন। কিন্তু অর্থাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না।

নেপালবাবু বলেন, 'বাড়িতে একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে, তার ওপর আমার বয়স ষাটের বেশি। আমি বেশি কাজকর্ম করতে পারছি না। আমি তবুও লিখে যাচ্ছি। লেখা কখনও ছাড়ব না। যদি কেউ আর্থিক সাহায্য করে, তবে আমার লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করতে পারি। নতুবা সব খাতা বন্দি হয়ে পড়ে থাকবে।''

নেপালবাবু কিছু কিছু সাহিত্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। কবিতা লেখার জন্য পেয়েছেন স্থানীয় দু-একটি ছোটো পুরস্কার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মিহিরলাল পাল স্মৃতি পুরস্কার', দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্রপত্রিকা সমিতির সম্মাননা, পল্লীসুর পত্রিকা সম্মাননা। সদালাপী মিষ্টভাষী আড্ডা প্রিয় এই রসিক মানুষটিকে নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলে ওঠেন—

''বেল বেচি সবেদা, আর বেচি কলা
গান গাই, আবৃত্তি শুধু পথ চলা।''

বাজারে ফের বিক্রির প্রবল চাপ

বিদেশিরা কবে কিনবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে বাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

চতুর্থ তথা বার্ষিক রেজাল্ট পর্ব শেষ। ভালো না মন্দ হয়েছে তা বুঝতে না বুঝতেই ভারতীয় শেয়ার বাজার হঠাৎ করে কারেকশন বা সংশোধনীর মুডে চলে এসেছে। মে মাসের চূড়ান্ত মন্দার পরে ফের জুন মাসে শুরু হয়েছে বিক্রির ঘনঘটা। মে মাসের মাঝপথ থেকে বাজারে কিছুটা সুস্থতার আবহ ফুটে উঠেছিল। সেইসময় এমনটা মনে হচ্ছিল নিফটি বুঝিবা নিচেও আসে সে কখনও আট হাজারের ঘর ভাঙবে না। এই কলম লেখার সময় পর্যন্ত নিফটি হয়তো সেই তলদেশ ভাঙেনি, কিন্তু ভাঙব ভাঙব করছে বেশ বলা যায়। এটাই ভীতি সৃষ্টির বড় কারণ। কারণ একদল এক্সপার্ট তো ধরেই বসে আছেন যে ভারতের বাজার নাকি সাত হাজারের ঘরেও অবতরণ করতে পারে। এদের একজন রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার কথা একটু তুলে ধরি। সম্প্রতি দেশের প্রথমসারির এক বাণিজ্যিক চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাতকারে রাকেশ বলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমালেও নিফটি আরও একবার আট হাজারের ঘরে চলে আসতে পারে। তাঁর কথার প্রেক্ষিতেই বাজার পড়ছে এমন নয়।

কিন্তু সুদ কমানো সত্ত্বেও বাজার যে পড়ছে তা তো ঘোর বাস্তব। ফলে আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হতে বাধ্য। সাত হাজার না আট হাজারের ঘর থেকেই ঘুরবে চাকা?

এই আলোচনাটা এখন চলছে প্রায় সকল ট্রেডিং হাউজের অভ্যন্তরেই। এটা হতে পারে বিদেশি লগ্নিকারী বা এফ আই আই-রা নিজেদের সুবিধার্থে নিফটি-সেনসেক্সকে টেনে নামাচ্ছেন ক্রমাগত শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে। কারণ আগেরবার মে মাসে নিফটি যখন ৮ হাজারে আসে তখন নিফটির ৪-৫ শো পয়েন্ট বাড়ার মূল কারিগর ছিলেন দেশীয় ট্রেডার বা ডি-আই আই-রা। আট হাজারে নিফটি আসার পর বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে যায় বিদেশিদের শেয়ার বিক্রি। তার মানে এই নয় যে এফআইআই-রা শেয়ার কিনছিল। তারা একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছিল।

ক্রমাগত খরিদ করে যাচ্ছিল দেশীয় লগ্নিকারী সংস্থাগুলি। গত সপ্তাহে অর্থাৎ ২৯ মে হঠাৎ করেই মাত্র একদিনে ২৬০০ কোটি টাকার শেয়ার তথা অপশন কেনে বিদেশিদের। মনে হয়েছিল সুদের হার কমানোর জেরেই হয়তো এফআইআই-রা শর্ট কভার করছে। যদিও রেট কাটের পরে ফের তারাই বিক্রেতার আসনে। শুধু কী বিক্রি, ভরপুরভাবে নিফটি বেচে যাচ্ছে এরা। ফলে আতঙ্কিত বাজারে সবাই হাতের মাল বেচতে শুরু করেছে। আর বাজারও দমাদম নিচে আসছে। ট্রেডারদের যথারীতি পা পিছলে আলুরদম। এখানে একটি কারণ আছে নিফটির ফের ৮ হাজারে আসার। হতে পারে আগের বার যে বিদেশিরা ওই রেঞ্জে কেনেনি তারাই ফের এই অবস্থানে সূচককে টেনে নামাচ্ছে পুনরায় এন্ট্রি নেওয়ার জন্য। আর এর পরেও বিক্রি না থামলে ৭৫০০-৭২০০-র গল্প সত্যি হয়ে যেতে পারে।

যদিও বাজারের গতিবিধি বোকা বানিয়েছে অনেক বিশেষজ্ঞকেই। বিশেষ করে বাজার পড়তে শুরু করেছে এমন এক দিনে যেদিন সাতসকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন ফের সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস।

গত জানুয়ারিতে এরকম এক সুদের হার কমানোর খবরে ভারতীয় অর্থ বাজার খুব দ্রুত সাড়া দেয়। যদিও সেটি ছিল বহুবছর পর সুদ কমানোর পদক্ষেপ। প্রত্যাশিত ছিল ভারতীয় বাজারের ইতিবাচক সাড়া প্রদানের। এমন একটা সময় ভারতীয় বাজার এই খবরে সাড়া দেয় যখন নিফটি আট হাজারের ঘর ভেঙে নতুন নিম্নমুখী অবস্থান নিয়েছিল। খবর রটে গিয়েছিল ভারতীয় সূচক অনেকটাই নিচে, মানে সাত হাজারের মাঝামাঝি চলে আসতে পারে। রঘুরাম রাজনের সেবারের সুদ কমানোর সিদ্ধান্তে নয়া উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় বাজার।

এবারেও মনে করা হয়েছিল বাজার বোধহয় ফের মহা-র‍্যালির পথে হাঁটবে। এখানেই বোকা বানাল বাজার। প্রমাণ করে দিল শেয়ার বাজার আছে শেয়ার বাজারেই। অর্থাৎ যেখানে বারবার ভুল দিকে ধাবিত হবে সাধারণ লগ্নিকারী থেকে ট্রেডাররা। বাজেটের পরেও এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সুদের হারের একদফা কমে যাওয়া সব মিলিয়ে উপাদান মজুত ছিল একেবারে উচ্চতার শিখরে ওঠার। প্রাথমিকভাবে বাজেট এবং সুদের হার কমানো, এই দুয়ের যোগফলে ভারতীয় নিফটি ৯১০০, সেনসেক্স ৩০ হাজারের ঘরে পা রাখে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার পারদ আরও চড়তে শুরু করে। এখান থেকেই নিচের দিকে আসতে শুরু করে ভারতীয় সূচকদ্বয়। ফের সেই নিচে অবতরণের গল্প শুরু। তিনদফায় মোট ৭৫ শতাংশ সুদের হার কমানো সত্ত্বেও এই বছর বাজার সেভাবে আর এগোতে চাইছে না। যা জোরালো হয়েছে বছরের মাঝ পর্বে এসে। তাহলে ২০১৫ তে ভারতীয় নিফটি যে ৯২০০-র কাছে পৌঁছেছিল সেটাই তার চরম অবস্থান। এখন পর্যন্ত এমন কিছু পরিবেশ গড়ে ওঠেনি যার জোরে বলে দেওয়া যায় বাজার বিরাট কিছু ভালো জায়গায় চলে যাবে। বরং খারাপ খবরের সম্ভারই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত বাজারের নিচের দিকে যাত্রা অব্যাহত

অর্থনীতি

রয়েছে। ভারতীয় বাজারের এই পতনকে এইসময় ত্বরান্বিত করেছে বিদেশের বাজারের নেতিবাচক অবস্থান। বিশেষ করে আমেরিকার সূচকত্রয় ন্যাসড্যাক, ডাও জোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর ক্রমশ পড়তে শুরু করেছে। এর আগে অবশ্য আমেরিকার বাজার ব্যাপক হারে বেড়েছে। আগের উত্থান পর্বকে ছাপিয়ে এবার মার্কিন বাজার অনেকটাই বেড়েও গিয়েছিল। তাই সেই অর্থে এভাবে বাজারের নিচে চলে আসা একধরনের কারেকশন পর্ব চলার মতো। ফলে বাজারের এই অবতরণ হয়তো সেদিক থেকে ভয় পাওয়ার মতো নয়। তবে যেদিকটা এই মুহূর্তে সবথেকে ভাবাচ্ছে তা হল মার্কিন ফেড নাকি খুব শীঘ্রই সুদের হার বাড়াতে পারে সেদেশে।

এই খবর যদি সত্যি হয় তাহলে ভারতের মতো ইমার্জিং মার্কেট যেখানে বিদেশিদের প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করা আছে তা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ভয় থেকেই যায়। এর বিরুদ্ধ মতও আছে। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যাঁরা ভারতীয় শেয়ার বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের মতে ভারতীয় বাজার এখন বুল রান বা তেজিয়ান অবস্থানে রয়েছে। এই বাজার থেকে বিদেশিরাও সহজে খুব বেশি অর্থ তুলে নিতে চাইবে না।

ভারতীয় শেয়ার বাজার অবশ্য নিজস্ব খবরের ওপরেই ধাবিত হতে পছন্দ করছে। বাইরের খারাপ ভালো নিয়ে তার অতটা হেলদোল নেই। বিদেশের বাজারে ভালো কিছু গল্প এলেও ভারতের মার্কেটে তার প্রভাব পড়ছে না। কিন্তু যেই একদিন ডাও-জোন্স বা ন্যাসড্যাক লাল হয়ে আবির্ভূত হচ্ছে তখন ভারতের বাজার আরও জোরে নিচের দিকে পিটটান দিচ্ছে। তাহলে এর শেষ কোথায়? ২০১৫ বছরটা কী এমন খারাপভাবেই গুজরান করবে? সেটাই এখন মূল প্রশ্ন হয়ে উঠেছে লগ্নিকারীদের কাছে। কারণ এমন খারাপ বাজারে রোজ যারা সওদা করতে অভ্যস্ত তারা তো টিকতেই পারবেন না। বাজার এমনভাবে পড়ছে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিকভাবে নিফটি-সেনসেক্স পড়ে যাচ্ছে ব্যাপকভাবে। কোনও স্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বাজারময়। অস্থিরতার দাবানলে জ্বলে মরছেন ট্রেডাররা। কবে যে অচলাবস্থা কেটে প্রকৃত বুল বাজারের সূর্য উদিত হবে সেইদিকেই তাকিয়ে এখন সবাই।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ জুন – ১২ জুন, ২০১৫

মেষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। ধৈর্য্য হারাবেন না। উন্নতি অবশ্যই হবে। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পেলেও কর্মস্থলে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে।

বৃষ : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে ভালফলের আশা করা যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধির পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়-স্বজনরা আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করবে। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে যোগটি শুভদায়ক, লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

মিথুন : সাহিত্যিক বা কবিদের এবং শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভফল দায়ক। প্রেম-প্রণয়ের পক্ষে সময়টি আশানুরূপ বলা যেতে পারে। মানসিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ লক্ষ্য করা যায়। লেখাপড়ায় মনের মতন ফল পাবেন। পাকাশয়ে পীড়ার যোগ রয়েছে। আয় ভালই হবে।

কর্কট : অতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সতর্ক ও সাবধানে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। এখন ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো।

সিংহ : বেকারত্বের অবসান হবে। যারা কর্মে লিপ্ত তাদের পদোন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কথাবার্তায় সংযত হতে হবে।

কন্যা : অত্যাধিক মানসিক চিন্তার জন্য শরীর খারাপ হয়ে যাবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে, আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মাতার সাহায্যলাভ করবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। ফলে বিপদের আশংকা।

তুলা : ব্যবসাবাণিজ্যে যথেষ্ট শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যন্নতির যোগ রয়েছে। সুনামে বাধা এবং দৈবদুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। দায়িত্ব কর্তব্যমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্শ-আমাশয়ে কষ্ট পাবেন।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল যাবে না। মাথা গরম না করে বুদ্ধি করে কাজ করার চেষ্টা করুন, ভাল হবে। তীর্থে ভ্রমণযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় সফলতার যোগ রয়েছে।

ধনু : পানাহারে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন না।

মকর : শরীর আপনার ভালো যাবে না। ব্যবসায় মনের মত ফল পাবেন না। বন্ধু বান্ধবদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। লেখাপড়ায় মিশ্র ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। দায়িত্বমূলক কাজে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো।

কুম্ভ : ভ্রাতা ভগিনীদের সাথে গোলযোগ ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু বাধা লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন।

মীন : শিক্ষায় সাফল্য এবং অগ্রগতির যোগ রয়েছে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। নতুন নতুন যোগাযোগ আসবে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

বেকারদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগ ১২৩৯

কাজের খবর

কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় দুই চাকরির পরীক্ষা সিভিল সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এক্সামিনেশনের জন্য প্রার্থীদের একটাই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার নাম 'সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন'। এবারের 'সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) এক্সামিনেশন, ২০১৫ নেওয়া হবে আগস্ট। পরীক্ষা পরিচালনা করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। দরখাস্ত করা যাবে ১৯ জুন পর্যন্ত।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটি শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিসের জন্য অথবা শুধুমাত্র ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য অথবা উভয় সার্ভিসের জন্যই দেওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলরা সিভিল সার্ভিসেস (মেন) অথবা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (মেন) অথবা উভয় পরীক্ষায় বসার জন্যই দরখাস্ত করতে পারবেন। মেন পরীক্ষাগুলির বিজ্ঞপ্তি জারি হবে সিভিল সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর। মেন পরীক্ষায় সফল হলে ইন্টারভিউ। তাতে সফল হলে ভারত সরকারের সেরা প্রশাসনিক পদগুলিতে চাকরি হবে।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যাশিত শূন্যপদ সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১,১২৯টি এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ১১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে-কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ইন্ডিয়ান পরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে এই সব বিষয়গুলির মধ্যে অন্তত একটি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স। এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরাও ফরেস্ট সার্ভিসের জন্য আবেদন করতে পারেন। উভয় সার্ভিসের ক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ার বা সেমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

বয়স : ১-৮-২০১৫ তারিখে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৮-১৯৮৩ থেকে ১-৮-১৯১৪-এর মধ্যে। বয়সে তফসিলিরা এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা ৫ ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৃষ্টিহীন, মূক ও বধির এবং অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

সাধারণ ক্যাটেগরিভুক্ত প্রার্থীরা এই পরীক্ষা দিতে পারবেন সর্বাধিক ছ'বার। ওবিসিরা ন'বার পরীক্ষা দিতে পারবেন। তফসিলিরা যতবার খুশি পরীক্ষা দিতে পারেন। প্রিলিমিনারির একটি পেপারের পরীক্ষায় বসলেও তা গণ্য হবে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ধরনধারণ: সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দুটি পেপারের। প্রতিটি পেপারেই ২০০ নম্বরের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকবে। সময় প্রতি পেপার ২ ঘন্টা। দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীরা প্রতি পেপারে ২০ মিনিট করে অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রথম পেপারের প্রশ্ন থাকবে এই সব বিষয়ে : কারেন্ট ইভেন্টস অব ন্যাশনাল মুভমেন্ট। ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি—ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, ইকনমিক জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়ান পোলিটি অ্যান্ড গর্ভন্যান্স—কনস্টিটিউশন, পলিটিক্যাল সিস্টেম, পঞ্চায়েতি রাজ, পাবলিক পলিসি, রাইটস ইস্যুস প্রভৃতি। ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, পর্ভার্টি, ইনক্রুশন, ডেমোগ্রাফিক্স, সোশ্যাল সেক্টর ইনিশিয়েটিভ প্রভৃতি।

জেনারেল ইস্যুস অন এনভায়রনমেন্টাল ইকোলজি। বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্চ (স্পেশ্যালাইজেশন ব্যাতিরেকে)। জেনারেল সায়েন্স। দ্বিতীয় পেপারে থাকবে এই সব লজিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটি। ডিভিশন মেকিং অ্যান্ড প্রবলেম সলভিং। জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি। মাধ্যমিক মানের বেসিক নিউম্যারেসি (নাম্বার অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনস, অর্ডারস অব ম্যাগনিটিউড ইত্যাদি। এবং ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন (চার্ট, গ্রাফ, টেবিল, ডেটা সাফিশিয়েন্সি ইত্যাদি)।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিন থাকবে। এই পরীক্ষায় ফলের ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসেস মেন এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস মেন পরীক্ষায় বসার যোগ্য প্রার্থীদের আলাদা আলাদা তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এর পরবর্তী পর্যায়ের কোনও ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্র কলকাতা।

কীভাবে দরখাস্ত করবেন : দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.upsconline.nic.in দুটি ধাপে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে—পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু রেজিস্ট্রেশন।

যাঁরা সরাসরি নগদ টাকায় ফি দিতে চান, তাঁরা এরপর ফি জমা দেওয়ার পে ইন স্লিপ ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। পার্ট ওয়ান রেজিস্ট্রেশনের এক দিন পরে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা সংক্রান্ত তথ্যগুলি পার্ট টু রেজিস্ট্রেশনের সময় কাজে লাগবে। পে ইন স্লিপ ডাউনলোড করার শেষ তারিখ ১৮ জুন। যাঁরা ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি দেবেন এবং যাঁদের ফি লাগবে না। তাঁরা সরাসরি পার্ট টু রেজিস্ট্রেশনের অনলাইন ফর্ম পূরণ করবেন।

সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। ডাউনলোড করা চালানের প্রিন্ট আউট সঙ্গে নিয়ে নগদে ফি দিতে পারবেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। ফি জমা দেওয়ার পর ট্রানজ্যাকশন আই ডি লেখরা চালানের একটি অংশ ফেরত পাবেন। এটি সযত্নে রাখবেন।

পার্ট টু রেজিস্ট্রেশন করতে বসার আগে কম্পিউটারে নিজের ফটো ও সই স্ক্যান করে সেভ করে রাখতে হবে। ফটোটি ৩ কেবি থেকে ৪০ কেবি সাইজের এবং সইটি কালো কালিতে ১ কেবি থেকে ৪০ কেবি সাইজের হতে হবে।

পার্ট টু রেজিস্ট্রেশন ছবি ও সই আপলোড করবেন এবং ফি সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করবেন। অনলাইনে ভিসা বা মাস্টার ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুর—যে কোনও একটি ব্যাঙ্কের শাখায় ফি জমা দেবেন।

ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ জুন। পার্ট টু রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম পূরণ করে অনলাইনেই সাবমিট করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে পূরণ করা দরখাস্তটির একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে আবেদনের শেষ দিন ১৯ জুন। মনে রাখবেন পার্ট-টু রেজিস্ট্রেশনের এটি শেষ তারিখ। তাই যথেটে সময় হাতে রেখে পার্ট ওয়ান রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ইউপিএসসি-র ফেসিলিটেশন কাউন্টারে এই ফোন নম্বরে (০১১)২৩৩৮-১১২৫/৫২৭১/২৩০৯/৮৫৪৩।

অন্যান্য তথ্য : সিভিল সার্ভিস মেন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে এই সব সার্ভিসের জন্য : (১) ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, (২) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, (৩) ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস, (৪) ইন্ডিয়ান পি অ্যান্ড টি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিনান্স সার্ভিস—গ্রুপ 'এ', (৫) ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস—গ্রুপ 'এ' (৬) ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস (কাস্টমস অ্যান্ড সেন্ট্রাল এক্সাইজ)—গ্রুপ 'এ', (৭) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (৮) ইন্ডিয়ান রেভেনিউ সার্ভিস (আই টি)— গ্রুপ 'এ', (৯) ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিজ সার্ভিস— গ্রুপ 'এ' (অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), (১০) ইন্ডিয়ান পোস্টাল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (১১) ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (১২) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (১৩) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (১৪) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সোনেল সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (১৫) পোস্ট অব অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার ইন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স— গ্রুপ 'এ', (১৬) ইন্ডিয়ান ফিনান্স এস্টেটস সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (১৭) ইন্ডিয়ান ইনফর্মেশন সার্ভিস (জুনিয়র গ্রেড) — গ্রুপ 'এ', (১৮) ইন্ডিয়ান ট্রেড সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (গ্রেড থ্রি), (১৯) ইন্ডিয়ান কর্পোরেট ল সার্ভিস— গ্রুপ 'এ', (২০) আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স সিভিল সার্ভিস— গ্রুপ 'বি', (সেকশন অফিসার্স গ্রেড) (২১) দিল্লি, আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস্, লাক্ষা দ্বীপ দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি সিভিল সার্ভিস— গ্রুপ 'বি', (২২) দিল্লি, আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস্, লাক্ষাদ্বীপ দমন ও দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি পুলিশ সার্ভিস— গ্রুপ 'বি', (২৩) পণ্ডিচেরি সিভিল সার্ভিস— গ্রুপ 'বি', (২৪) পণ্ডিচেরি পুলিশ সার্ভিস— গ্রুপ 'বি'।

মেন পরীক্ষা : সিভিল সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস মেন পরীক্ষার জন্য পরে অনলাইন আবেদন করতে বলা হবে। প্রিলিমিনারি পরিক্ষায় সফলরা আবেদন করবেন। ফি ২০০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফি লাগবে না। পরীক্ষা হবে ডিসেম্বর মাস নাগাদ।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের মেন লিখিত পরীক্ষায় থাকবে মোট ৬টি পেপার (এর মধ্যে দুটি আবশ্যিক, জেনারেল ইংলিশ ও জেনারেল নলেজ। প্রতিটির নম্বর ৩০০ করে। দুটি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিচে হবে এর মধ্যে থেকে : এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, বটানি, কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি। দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ের মোট চারটি পেপারের প্রতিটিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। যে সব বিষয়ের কম্বিনেশন নেওয়া যাবে না সেগুলি হল :

(ক) এগ্রিকালচার ও এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (খ) এগ্রিকালচার ও অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, (গ) এগ্রিকালচার ও ফরেস্ট্রি, (ঘ) কেমিস্ট্রি ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ঙ) ম্যাথমেটিক্স ও স্ট্যাটিস্টিক্স। একাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ও নেওয়া যাবে না। ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। উত্তর লিখতে হবে ইংরেজিতে। প্রতিটি পত্রের জন্য সময় ৩ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

সিভিল সার্ভিসের মেন লিখিত পরীক্ষায় প্রথমে পেপার 'এ' এবং পেপার 'বি'-এর পরীক্ষা হবে। ৩০০ নম্বরের পেপার 'এ'-র জন্য ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী অষ্টম তফসিলভুক্ত যে কোনও একটি ভাষা নিতে হবে। পেপার 'বি'তে থাকবে ৩০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা। এই পেপার দুটিতে পাওয়া নম্বর মেধাতালিকা তৈরিতে গ্রাহ্য হবে না। এই দুটি পেপারে শুধুমাত্র কোয়ালিফাইং নম্বর থাকতে হবে। মেধাতালিকার ক্ষেত্রে থাকবে ১,৭৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। থাকবে মোট ৭টি পেপার, ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রত্যেক পেপারের সময়সীমা ৩ ঘন্টা। দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা প্রতি পেপারে অতিরিক্ত সময় পাবেন। সেরিব্রাল পালসি ও লোকোমোটর ডিজেবিলিটি-মুক্ত প্রার্থীরাও লেখার অসুবিধা থাকলে অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রশ্নপত্র হবে হিন্দি ও ইংরেজিতে। পেপার ১-এ থাকবে ২৫০ নম্বরের এসে। পেপার ২,৩,৪ ও ৫ : জেনারেল স্টাডিজ (প্রতি পেপার ২৫০ নম্বর)। পেপার টুতে থাকবে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার, হিস্ট্রি অ্যান্ড জিওগ্রাফি অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সোসাইটি; পেপার থ্রিতে থাকবে গভর্ন্যান্স, কনস্টিটিউশন, পেলিটি, সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস; পেপার ফোরে থাকবে টেকনোলজি, ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, বায়ো-ডাইভাসিটি, এনভায়রনমেন্ট, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট, পেপার ফাইভে থাকবে এথিক্স, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যাপ্টিটিউড। পেপার ৬ ও ৭ : দুটি ঐচ্ছিক (অপশনাল) বিষয় (প্রতি পেপারে ২৫০ নম্বর)।

অপশনাল বিষয় হিসেবে নেওয়া যাবে : (১) এগ্রিকালচার, (২) অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, (৩) অ্যানথ্রোপলজি, (৪) বটানি, (৫) কেমিস্ট্রি, (৬) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৭) কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, (৮) ইকনমিক্স, (৯) ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (১০) জিওগ্রাফি, (১১) জিওলজি, (১২) হিস্ট্রি, (১৩) ল, (১৪) ম্যানেজমেন্ট, (১৫) ম্যাথমেটিক্স, (১৬) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (১৭) মেডিক্যাল সায়েন্স, (১৮) ফিলোজফি, (১৯) ফিজিক্স, (২০) পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, (২১) সাইকোলজি, (২২) পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, (২৩) সোশিওলজি, (২৪) স্ট্যাটিস্টিক্স (২৫) জুলজি, (২৬) অসমিয়া, বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মিরী, কোঙ্কনি, মালয়ালম, মারাঠি, মণিপুরি, ওড়িয়া, পঞ্জাবি, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, উর্দু, ইংরেজি, নেপালি, বোড়ো, ডোগরি, মৈথিলি ও সাঁওতালি।

পেপার ওয়ানের সেকশন টু ছাড়া অন্য সব বিষয়ের পরীক্ষা বাংলাতেও দেওয়া যাবে। মেন পরীক্ষায় সফল হলে ২৭৫ নম্বরের ইন্টারভিউ।

চোখের সমস্যা ও আর্থিক অনটনে সুমনের পড়া বন্ধ

প্রভুদান হালদার

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী মাখালপাড়ার নিরাপদ দেবনাথের পুত্র সুমন দেবনাথ এবার মাধ্যমিকে ৬৩০ পেয়েও চোখের সমস্যা ও

আর্থিক অনটনে পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হল। সুমনের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। কারোর কাছে টিউশন না পড়ে, সর্বদা চোখের যন্ত্রণা সহ্য করে এমন রেজাল্ট কেউ ভাবতে পারেনি। সুমনের পিতা বাসন্তী বাজারের ফুটপাথে লুঙ্গি গামছা বিক্রি করে। রবিবার গোসাবার আমতলি হাটে আর বুধবার চুনোখালির হাটে ফেরি করতে যান। মা গৃহবধূ, পিতার অন্য কোনও আয় নেই। অত্যন্ত দারিদ্রে লেখাপড়া করেছে সুমন। ১১ মাস বয়সে পড়ে গিয়ে ডান চোখের মণি বার হয়ে আসে। অপারেশন করতে হয়। তখন থেকে এখনও ওই চোখে দেখতে পায় না। চোখের পাতা ফেলার সময় পিনের মত বেঁধে। চিকিৎসা চলছে। একটা বোন আছে যে ফাইভে পড়ে। সুমন এই প্রতিবেদককে বলল, পড়তে চাই কিন্তু বাবা বলেছে চোখের চিকিৎসা ও পড়া দুটো খরচ একসাথে আর চালাতে পারবে না। পড়াশুনো করলে চোখের যন্ত্রণার কথা ভুলে যাই। এখন কি করবো, বুঝতে পারছি না। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার সাহায্য পেলে চোখের যন্ত্রণা ভুলে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারি। যোগাযোগ নম্বর : ৯৭৩২৬৯০১০২।

মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিকে নম্বর বিস্ফোরণ

বৃহত্তর বজবজে মাধ্যমিকে ত্রিয়াশা, উচ্চমাধ্যমিকে অনীক

দীপক ঘোষ, বজবজ

এবছর মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিকে নয়া সিলেবাস ও প্রশ্নবিধির কল্যাণে সারা রাজ্যের মানুষ দেখল নম্বরের বিস্ফোরণ। বৃহত্তর বজবজের মেধা তালিকায় বজবজ থানা এলাকায় মাধ্যমিকে সেরা ত্রিয়াসা মণ্ডল। চক গোপাল সারদা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ত্রিয়াসার প্রাপ্ত নম্বর ৬৫৩, এর পরেই সারদাশ্রম আলিপুরের রোচিতা মণ্ডল পেয়েছে ৬৪৬, তৃতীয় স্থানে আছে ঐন্দ্রিলা বিশ্বাস। বিদ্যাভারতী স্কুল থেকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৪১। উচ্চমাধ্যমিকে ৫০০র মধ্যে ৪৯৬ পেয়ে রাজ্যে প্রথম স্থানাধিকারীর চেয়ে সামান্য কিছু নম্বরে পেছিয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান অর্জন করল বজবজ পি কে হাই স্কুলের অনীক দাস। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনীক এই বিদ্যালয় থেকে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিল সারা রাজ্যে। আশ্চর্যের বিষয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রায় ১৯ জন সেরা ছাত্রদের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিদ্যালয়ের ১ ডজন ছাত্র উচ্চমাধ্যমিকে বাংলায় ১০০য় ১০০ পেয়েছে। অনীক দাসের বাবা বজবজ পি কে হাই স্কুলের বাংলা শিক্ষক সুবীর দাসের মন্তব্য, ''বাংলায় ১০০য় ১০০ কি ভাবে পাওয়া যায় আমি জানি না। একটি বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রই ১০০/১০০ পেলো, অথচ অন্য বিদ্যালয়ের সমমানের ছাত্রকে ১০০য় ৯০ দেওয়া হচ্ছে। এতো চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব। অন্যায় কাজ।' মুখ খুলেছে ছাত্রছাত্রীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্রছাত্রী ক্ষোভ উগরে দিয়েছে এই দৃষ্টিকটু পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী বজবজ থানা এলাকায় সেরা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে অঙ্কিত ঘোষ, তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬১, তৃতীয় বজবজ পি কে হাইস্কুলের ছাত্র উৎসব দেওয়ান; তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৬০। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে নুঙ্গি স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সেরা নম্বর ৬৬৩ ও ৪৭০; বজবজ এলাকায় অন্যান্য স্কুলগুলিও যথেষ্ট ভালো ফল করেছে। বজবজ পি কে হাইস্কুলের সদ্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান

শিক্ষক অসিত বরণ দে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীসহ সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সচেতন অভিভাবক মহলে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে যে এত নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও ভালো কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবেন কিনা? বিজ্ঞানের বিষয় গুলিতে শতকরা একশো ভাগ নম্বর পাওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতেও এই ধরনের নম্বর পাওয়া ছাত্র ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্যকর কিনা? সেই প্রশ্ন উঠেছে। ইংরেজি একদা ভীতপ্রদ বিষয় ছিল, এবছর বজবজ থানা অঞ্চলে ইংরেজিতে ৯৭ নম্বর পেয়েছে ইন্দিরা চক্রবর্তী। বিশ্বভারতী স্কুলের এই ছাত্রীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্য যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমরা যোগাযোগ করি বিশিষ্ট ইংরেজি শিক্ষক শুভময় রায়ের সঙ্গে। ইন্দিরার ভূয়সী প্রশংসা করলেও তিনি যে এই নম্বর বিস্ফোরণে হতচকিত, তা তিনি গোপন করেন নি। তার মতে 'সাহিত্যের মূল্যায়ন এটা একটা অস্পষ্টতা থেকেই যাচ্ছে, এভাবে উৎকর্ষ বিচার করা যায় না। অনীক ও ইন্দিরা সহ সব সফল ছাত্রছাত্রীদের জন্য শুভকামনা রইল। নম্বর বিস্ফোরণের একটি দিকের উল্লেখ করেছেন শিক্ষকদের একটি মহল। তাদের মতে অতীতে বাণিজ্য, কলা বিভাগে পড়লে কম নম্বর উঠতো, ধীরে ধীরে বাণিজ্য ও কলাও বিজ্ঞানের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। এবার মেধাবী ছাত্ররাও বাণিজ্য বা কলা বিভাগে পড়তে আসবে। এও কম বড় প্রাপ্তি নয়।

উদ্বোধন হল প্রশাসনিক ভবনের অপেক্ষা করছে আরও প্রকল্প

বিশ্বজিৎ কাল, ক্যানিং

গত ৩০ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া গ্রামে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যানিং–১ বিডিও এবং ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির নব প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর, সভাধিপতি সামিমা শেখ, সহকারি সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, বিডিও বুদ্ধদেব দাস প্রমুখ।

মন্ত্রী বলেন ১৯৬৭–৬৮ সাল থেকে ক্যানিং–১ বিডিও অফিস এবং পঞ্চায়েত সমিতি ভবন কার্যালয় ভাড়া বাড়িতে চলছিল। বিগত কংগ্রেস এবং বাম সরকারের ব্যর্থতায় এই কার্যালয় স্থায়ীভাবে চালু হয়নি। ফলে প্রতিবছরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হতো সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নব প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন হল। মন্ত্রী আরও বলেন ক্যানিং পুরাতন নৌকাঘাট এলাকায় নব ক্যানিং মহকুমা শাসক ভবন, ক্যানিং আদালত ভবনের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। চলতি বছরে এই ভবন দুটির উদ্বোধন হবে। এমনকি শীঘ্রই চালু হবে ক্যানিং–১ ব্লকে আইটিআই কলেজ। মডেল স্কুল, ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানের স্টেডিয়াম। ক্যানিং গোলকুঠি ময়দানে নির্মাণ হবে ২১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস টার্মিন্যাল। এই টার্মিন্যালের কাজ খুব দ্রুত চালু হবে। ইতিমধ্যে কাজ চলছে ফায়ার ব্রিগেড ভবনের। এছাড়া ক্যানিং–২ ব্লকের তাম্বুলদহ–১ ঘুঘুখালি–হেদিয়া সংযোগস্থল করতোয়া নদীর ওভার ব্রিজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ভাইস চেয়ারম্যান হলেন শান্তা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হলেন শান্তা সরকার। ১ জুন বেলা দেড়টার সময় পুরসভার বোর্ড রুমে চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস শপথ বাক্য পাঠ করালেন শান্তা সরকারকে। পাঁচজন কাউন্সিলরও চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল পদে শপথ নিলেন। পুরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর কিছু দিন ধরে গুঞ্জন চলছিল কে হবে ভাইস চেয়ারম্যান। আজ তার অবসান হোল। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুজনই নির্বাচিত হলেন সোনারপুর দক্ষিণ থেকে। পাঁচজনের মধ্যে ৪ নং ওয়ার্ডের বিভাস মুখোপাধ্যায় (মনু) পেলেন পূর্ত দফতর।

রাজপুর–সোনারপুর

২৭ নং ওয়ার্ডের নজরুল আলি মণ্ডল পেলেন পানীয় জলের দায়িত্ব। কার্তিক বিশ্বাস বিদ্যুৎ ও ৭নং ওয়ার্ডের রঞ্জিত মণ্ডল দেখবেন স্বাস্থ্য ও জঞ্জাল দফতর। শপথ নেবার পরের দিন পুরসভায় যে যার দায়িত্ব বুঝে নেন। পল্লববাবু চেয়ারম্যান হবার পর পুরসভার কর্মীরা খুব খুশি। কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসে ফুল, মিষ্টি। চলে পরিচয় পর্ব।পানীয় জল বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে মিটিং শেষ হওয়ার পর নজরুল আলি মণ্ডল বলেন, যে সমস্ত সমস্যার কথা শুনলাম খুবই মামুলি সমস্যা। কর্মীদের ভালো ভাবে কাজ করতে হবে। শুধু খেয়াল রাখবেন একটা কাজের জন্য মানুষ যাতে হয়রানি না হয়।

সেবার ব্রততে উদযাপিত নার্সিং দিবস

সুমনা সাহা দাস

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে পালিত হল আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' যার প্রকৃত নাম ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল জন্ম নেন নতুন এক ধরার সূচনা করতে। যুদ্ধের সেনাদের সেবার সেই কাহিনী কোনও রূপকথা নয় বরং সেই আঠেরশো শতকের মর্ডান নার্সিং এর জন্মের ইতিহাস। এই অভিনব সূচনার ধারক ও বাহক ফ্লোরেন্সের জন্মদিন ১২ মে পালিত হয় আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস হিসেবে সেই ১৯৬৫ সাল থেকে।

২০১৫–র ৩০ মে এই দিনকে উদ্দেশ্য করে 'ট্রেন্ড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া' এবং 'স্টুডেন্ট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন' এর পক্ষ থেকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত হল তাদের বার্ষিক অধিবেশন এবং আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদীয় সচিব ডঃ নির্মল মাঝি, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের পরিচালক ডাঃ বিশ্বরঞ্জন সতপতি, টি এন আই পশ্চিমবঙ্গ শাখার জয়েন্ট ডিরেক্টর মাধবী দাস, আর জি কর এর অধ্যক্ষ ডাঃ শুদ্ধোধন বটব্যাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ভাবনা ছিল নার্সেস : এ ফোর্স ফর চেঞ্জ : কেয়ার এফেকটিভ ও কস্ট এফেকটিভ।

ডাঃ মাঝি বলেন, ''নার্সিং পেশা হিসাবে জগতের একটি অত্যাবশ্যক স্থান এবং সেবিকারা তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ''। মাধবী দাস সমগ্র সেবিকাদের 'সক্রিয় শক্তি' বলে সম্বোধন করেন। টি এন এ আই–এর পক্ষ থেকে নার্সিং–এর কৃতি ছাত্রীদের 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

বোমায় জখম ৫, গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : গত ৩ জুন বুধবার দুপুরে দুটি পরিবারের বচসার জেরে বোমা ছুঁড়ে মারলে জখম হয় দীপক হালদার, সৌরভ পাত্র সহ ৫ জন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার কাশীপুর গ্রামে। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জখমদের কুলপি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। জখম দীপক হালদারের অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ মূল অভিযুক্ত গৌরাঙ্গ হালদার সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে। বোমাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

মেধাবীদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগ

সুদীপ কুমার দাস, জোকা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রোগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার কন্ট্রাকটর অ্যাসোসিয়েশন–এর উদ্যোগে গত ৩ জুন সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জোকায়। সভায় আগামী দুই বছরের জন্য ২১ জনের নতুন কমিটি গঠন হয়। প্রাক্তন সভাপতি প্রদীপ দত্ত জানান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং, গোসাবা, সাগর, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যয়ভার তাদের সংগঠন গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, সংস্থার এই পদক্ষেপ জেলার অসংখ্য মেধাকে উৎকর্ষিত করতে যারপরনাই সাহায্য করবে। সাংস্কৃতিক বিচরণ, শৈল্পিক আচরণ এবং শিক্ষার উপকরণ তিনের মেলবন্ধনে সৃষ্টি হবে নব দিগন্তের।

মহানগরে

হেভিওয়েট মেয়র পারিষদদের নিয়ে উদ্বেগ মেয়রের

বরুণ মণ্ডল

বিদায়ী মহানাগরিকের ত্রুটিপূর্ণ চাল বর্তমান মহানাগরিকের নিকট 'কাল' হয়ে দাঁড়ালো। বিদায়ী মহানাগরিকের অদূরদর্শিতার অভাবে বর্তমান মহানাগরিকের চিন্তা বাড়লো। কারণটি হল, সরকার পক্ষে ১১৭ আর বিরোধী পক্ষে মাত্র ২৭। প্রায় বিরোধী শূন্য কলকাতা পুরনিগম নিয়ে মাঝে মধ্যেই দ্বিতীয়বারের মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় 'উদ্বেগ' চেপে রাখতে পারছেন না। প্রতিবেদকদের নিকট বলে ফেলেন, 'আমাদের কী জ্বালা যন্ত্রণা তা আমরাই বুঝি। তোরা তো সব (প্রতিবেদকদের উদ্দেশ্যে) হাসি ঠাট্টা আনন্দ ফূর্তি করে বেড়াবি।' এদিকে গত ১৮ এপ্রিল কলকাতা পুরভোটের মাস ছয়েক পূর্বে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এক ঘরোয়া আলোচনায় প্রতিবেদকদের জানিয়েছিলেন তাঁরা ১১০টি মতো ওয়ার্ড জেতার আশা করছেন। ১৪৪ ওয়ার্ডের কলকাতা পুর নিগমে এই সংখ্যাটিকে দলের পক্ষে যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর বলেই জনাব হাকিম ধরে নিয়েছিলেন। বিশেষ সূত্রের খবর, মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ও ব্যক্তিগত স্তরে তাঁর সঙ্গীদের নিকট বিরোধী বিষয়ে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেছিলেন। পুর নির্বাচনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেও ব্যক্তিগতভাবে মহানাগরিক বিরোধীহীন পুরসভা দেখতে একেবারেই পছন্দ করেন না। প্রকৃত দক্ষ বিরোধীদের রেখেই পুরবোর্ড গঠিত হোক এটিই চান বলে কালীঘাট সূত্রে খবর। মহানাগরিকের এতো উদ্বেগের মূল কারণ, নয়া পুরবোর্ডে তৃণমূলের পুর প্রতিনিধি ১২০–র আশেপাশে চলে গেলে আগামী পাঁচ–পাঁচটা বছর দলের মেয়র পারিষদরাই 'স্বেচ্ছাচারী' হয়ে উঠতে পারেন বলে দলের অন্তরে মহানাগরিক শোভনবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে ১২জন মেয়র পারিষদের মধ্যে হেভিওয়েট চার মেয়র পারিষদ হলেন অতীন ঘোষ (পুরস্বাস্থ্য), দেবব্রত মজুমদার (জঞ্জাল অপসারণ), দেবাশিস কুমার (পার্কস ও গার্ডেন) এবং স্বপন সমাদ্দার (বস্তি উন্নয়ন)। অতীন ঘোষ উত্তর কলকাতার একমাত্র মেয়র পারিষদ এবং ১৯৮৫–১৯৯৫ ও ২০০৫ ও ২০১৫–র দীর্ঘ ২০ বছরের সুদক্ষ পুরপ্রতিনিধি। দেবব্রত মজুমদার দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের দীর্ঘ ১৫ বছরের সুদক্ষ পুরপ্রতিনিধি ও প্রফেশনাল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। দেবাশিস কুমার দক্ষিণ কলকাতার মনোহরপুকুর রোডের দীর্ঘ ১৫ বছরের অত্যন্ত সুদক্ষ পুরপ্রতিনিধি। আর স্বপন সমাদ্দার হলেন পূর্ব কলকাতার প্রতিনিধি। আর বর্তমান মেয়র পারিষদদের বিচারে সব থেকে অধিক অভিজ্ঞ মেয়র পারিষদ হলেন এই স্বপনবাবু। তিনি বর্তমান পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় পুরবোর্ডের সময়কালে পুরো পাঁচটা বছর জুড়ে বিল্ডিং দফতরের মেয়র পারিষদ ছিলেন। পূর্ব কলকাতার ১৯৯৫–২০১৫ দীর্ঘ ২০ বছরের এই পুরপ্রতিনিধি মেয়র পারিষদ হিসাবে দু'দফায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মেয়রের বিড়ম্বনাকে কটাক্ষ করা আদৌ এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং যে কূটনৈতিক দক্ষতা এবং ম্যানেজমেন্টের বলে পুরসভা পরিচালনা করছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর এতো ভরসা তাঁর ওপর।

কলকাতায় দুই বিরোধী দলের ভোট ভাগে ৩৫টি ওয়ার্ডে জয়ী শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর নিগমের সাম্প্রতিক নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ৫৮টি ওয়ার্ডে এক ধাক্কায় ৫০ শতাংশ পার করেছে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে যেখানে ৯৯টি ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে ছিল, সেখানে এবার তা বেড়ে হয়েছে ১১৪–এ। আবার এমন ১৭টি ওয়ার্ড রয়েছে (যেমন : ১, ২, ৩, ৪, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৬, ৭৮, ১৩৪ ও ১৪২) যেখানে শাসক দলের প্রার্থীরা ১০,০০০–এর অধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তবে তৃণমূলের এই বিশাল সাফল্যের মধ্যেও অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য হল, কলকাতা পুর নিগমের এমন ৩৫টি ওয়ার্ড রয়েছে, যেখানে বিরোধী ভোট কোথাও দ্বিধাবিভক্ত, কোথাও ত্রিধাবিভক্ত হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস বাজিমাৎ করেছে। উত্তর কলকাতার দু'নম্বর বরো বাদ দিলে মহানগরের প্রতিটি এলাকায় এমন ওয়ার্ড রয়েছে। কিছু ওয়ার্ডে এমন ফল হয়েছে, যেখানে নিকটতম দুই বিরোধী দলের প্রাপ্ত ভোটের যোগফল শাসক দলের প্রাপ্ত ভোটের থেকে অনেক বেশি। কিছু ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট, জাতীয় কংগ্রেস ও বিজেপি–র মধ্যে বিরোধী ভোট ভাগ হওয়ায় সামান্য ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধি জয়ী হয়েছেন। রাজ্যে ৩৫ বছরের বাম জমানায় বিরোধী ভোট এইভাবে বারবার বিভক্ত হওয়ায় বামেরা সুফল ঘরে তুলতো। বাম জমানায় সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এমন বিরোধী নেতার উত্থান দীর্ঘদিন না হওয়ায় বিরোধী ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণ হত না। ২০১১ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণে সফল হওয়ার ফলে বাম জমানার পতন হয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে আংশিক ভাবে হলেও বিরোধী ভোটের ছত্রভঙ্গ অবস্থার সুফল ঘরে তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতায় এই বিরোধী ভোটের মেরুকরণ হলে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কিন্তু এক ধাক্কায় অনেকটা নেমে আসত। আর যতোদিন এই বিরোধী ভোট বিভক্ত থাকবে, ততো দিন সুফল ঘরে তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ের মার্জিন বাড়বে।

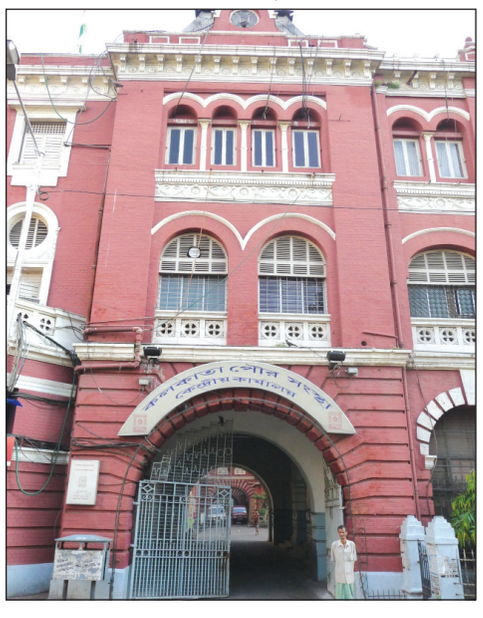

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৬ জুন – ১২ জুন, ২০১৫

অবৈধ চিতাভস্ম নিয়ে অনৈতিক খেলা বন্ধ হোক

আবার সেই ছাইভস্ম নিয়ে পুরনো খেলা শুরু হয়েছে। কিছু সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎই কয়েকদিন আগে প্রচার হয়ে গেল জাপানে রক্ষিত তথাকথিত নেতাজির বিমান দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর গল্প ও ছাইভস্ম ভারতবর্ষে লুকিয়ে আনা হয়েছে, এনেছেন বসু বাড়ির এক সাংসদ। প্রধানমন্ত্রী মোদি নাকি নির্দেশ দিয়েছেন ওই ছাইভস্মের ডিএনএ পরীক্ষা হবে। এ বিষয়ে বসু পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, সুগত বসু ২০০৬ সালে 'স্মাগলিং' করে প্রধানমন্ত্রী দফতরের অগোচরে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে রেখেছেন। উল্লেখ্য, সুগত বসুর বই 'হিজ ম্যাজিস্ট্রি অপনেন্ট' বইতে লেখক এই ছাই ভস্ম ভারতে নিয়ে আসার কথা স্বীকার করেছেন। আর টি আই সূত্রে জানা গিয়েছে দেশের পররাষ্ট্র এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে অন্ধকারে রেখেই বর্তমান সাংসদ সুগত বসু এই কাজটি করেছেন। এই নিয়ে নানা মহলে ইতিমধ্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে নেতাজির আর এক দৌহিত্র চন্দ্রবসু প্রকাশ্যে সুগতবাবুর এই কাজকর্মকে অমার্জনীয় অপরাধ বলেছেন। আগামী দিনে এ বিষয়ে তারা পথে নামবেন বলেও জানিয়েছেন।

ভারত সরকারের কাছে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কোনও প্রমাণ নেই, ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বিশ্বাস করেননি দুর্ঘটনার গল্প। এমন কি তারা ওই ছাইভস্মকে আদৌ কোনও মানুষের নয় বলে মনে করেন। রেনকোজির বৌদ্ধ মন্দিরটি ১৯৮৯ সালে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। খোদ তাইওয়ান সরকার সরকারি ভাবে জানিয়েছেন, ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ আদৌ কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জি কমিশনও জানিয়ে দেয় নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার গল্প বানানো। দেশ জুড়ে যখন নেতাজি সম্পর্কে নতুন আগ্রহ ও চিন্তা–চেতনার ঝড় উঠছে, অপ্রকাশিত ফাইল প্রকাশের দাবিতে মানুষ পথে নামছেন সেই সময় বসু বাড়ির একাংশের ছাইভস্ম গোপনে ভারতে নিয়ে আসার মধ্যে অবশ্যই কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এও জানা গিয়েছে ভস্মের পরিবর্তে এখন কিছু আধপোড়া হাড়গোড়কে নেতাজির ভস্ম বলা হচ্ছে।

যে তথাকথিত ভস্মের চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আইনের কোনও মান্যতা নেই তাকে নিয়ে অযথা হইচই করার নেপথ্যে রয়েছে সত্যকে আড়াল করার চক্রান্ত। বিজ্ঞানের মোড়কে অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে ফেরি করার এই প্রবণতা অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। বিভিন্ন সময়ে চিতাভস্মের গল্প বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বসু বাড়ির বহু পুরুষ সদস্যই বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের অস্থি টুকরো ওই তথাকথিত ভস্মাধারে মিশিয়ে দেওয়া হয়নি এমন নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে কাঠের বাক্সের ভিতর চকচকে ব্রাউন পেপারে মোড়া ছোট ছোট আধপোড়া হাড়ের টুকরো আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। পাঁচমেশালি ছাইভস্মের ডিএনএ টেস্ট আদৌ সম্ভব নয়। নেতাজির মতো অগ্নিময় পুরুষের বিরুদ্ধে এই ধরনের সস্তার রাজনীতি ও ষড়যন্ত্র বন্ধ হওয়া জরুরি।

অমৃত কথা

পরমহংসদেব বলতেন, তাঁদের দেশে একজন লোক ছিল, সে কোনও কালে ধর্ম কর্ম করেনি, লোকে তাকে বদমায়েস বলেই জানতো, কিন্তু মৃত্যুকালে সে 'মা! তোমার নথটী কে দিলে মা'! ইত্যাদি অনেক কথা কইতে কইতে মরেছিল।

আমি গৃহস্থের মেয়েদের দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা ঘোমটা দিয়ে সতী সেজে রয়েছে, আবার যখন মেছোবাজারে মেয়েরা বারান্দার ওপর হুঁকো হাতেমাথার কাপড় খুলে গয়না পরে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি তখন দেখি যে, সচ্চিদানন্দময়ী মা খানকি সেজে আর একরকম খেলা করছে।

একের ওপর পর পর শূন্য দিলে যেমন সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু একটা পুঁছে ফেললে যেমন কিছুই থাকে না, সেইরকম ঈশ্বররূপ এককে ধরে না থাকলে জীবের সকলই মিথ্যা।

পুকুরের পানার ভেতর মাছ যেমন কিলবিল করে, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সেইরকম প্রত্যেক মানুষের ভেতর লীলা করছেন।

গুরু দুই আঙুল উঠিয়ে শিষ্যকে বললেন, 'ব্রহ্ম ও মায়া' পরে এক আঙুল নামিয়ে বললেন, 'মায়া গেলেই ব্রহ্মময় জগৎ'।

সূর্য্য জগৎকে উত্তাপ দিয়ে জুড়োতে পারে, কিন্তু মেঘ সূর্য্যকে ঢাকলে সূর্য্য কিছুই করতে পারে না, সেই রকম অন্তরে আমি থাকতে ঈশ্বর কিছুই করতে পারেন না।

পরমহংসদেব বলতেন যে, মানুষের দুরকম প্রকৃতি আছে। গুরু উপদেশ দিয়ে বললেন, 'বাহ্! এ অমূল্য রত্ন, এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করো না।' একপ্রকৃতির লোক তা শুনে চুপ মেরে গেল, আর এক প্রকৃতি ওই কথা শুনে বললে, 'বটে', ওমনি সে ছাদের ওপর উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল, 'কে অমূল্য রত্ন নিবি আয়।'

মত–পথ, অর্থাৎ যতো প্রকার ধর্মমত আছে, সবই ধর্মপথ বটে।

পরমহংসদেব বলতেন, 'এক কথায় বুঝতে পারো তো আমার কাছে এসো, আর লাখ কথায় বুঝতে চাও তো কেশবের কাছে যাও।' এক ব্যক্তি একবার তাঁকে বলেছিল, আমায় এক কথায় জ্ঞান দিন। তিনি বললেন, 'জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য।'

ফেসবুক বার্তা

একদা পুতুল নাচের ওপর ভরপুর ছিল এদের পরিবার। আজ কালের দোলাচলে সেই পুতুল নাচ ইতিহাসে পর্যবসিত হতে বসেছে। ফলে এই পুতুল গ্রামের অসংখ্য মানুষ জীবিকা হারিয়ে বেহাল হয়ে পড়েছেন। প্রাচীন সংস্কৃতির এই বেদনাদায়ক ছবি ধরা পড়েছে ফেসবুকে।

অসমে বোড়ো আন্দোলন অনুপ্রবেশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া পর্ব ২৬

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বোড়ো আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক সমাজে গরিষ্ঠ উপজাতির নিজ ভূমির অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর অসমে এই উপজাতি জনজীবনে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার এবং ভিনদেশীয়দের নিজ ভূমে অনুপ্রবেশের বিরোধিতায় প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। অসমে বোড়ো ল্যান্ড বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে গত এক দশক ধরে জঙ্গি নাশকতামূলক আক্রমণে মৃত্যুর লাইন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ১৯৮৯–২০১৫ এই দীর্ঘ ২৬ বছর ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে ১০ হাজারের বেশি মানুষের রক্ত ভেসে গিয়েছে। বোড়ো স্বতন্ত্র পর্ষদ গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু আন্দোলন হিংসা–বাস্তুহারার সংখ্যা কমে নি, বেড়েছে। গত পাঁচ মাসে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের দুটি জঙ্গি গোষ্ঠীর লড়াইয়ে বেসরকারি হিসাবে ৫০০র বেশি সাধারণ মানুষ–পুলিশকর্মী এবং সেনা জওয়ান মারা গিয়েছে। ২০১৪ সালে জঙ্গি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা ২০০০র বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২০১৫–র ১০ এপ্রিল বোড়ো ল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের (বোড়ো ভূখন্ড পর্ষদ) ৪০টি আসনের নির্বাচনের ২ দিন পরে এনডিএফবির অতর্কিত জঙ্গি আক্রমণে ৭৩ জন মারা যায়। গত ২রা মে ৩৬ ঘন্টা ধরে এনডিএফবির দুই গোষ্ঠীর জঙ্গি আক্রমণে কোকরাঝাড় ওদালগুড়ি ওচিবাং জেলায় ৩৬ জন মারা যায়। কয়েক হাজার গ্রামবাসী ঘরছাড়া হয়। একই ধরনের ঘটনায় ২০১৪ সালে ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস পার্টি চলাকালীন সময় ৭৬ জন উপজাতি মারা যায়। ৫০০০ উপজাতি ঘরছাড়া এবং ৩৭,৮০৪ জন সেনা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। মাত্র ২৬% জনগোষ্ঠীর বসবাস এই বোড়ো উপত্যকায় একদিকে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন হিংসাত্মক ঘটনা অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসন থেকে মুক্তির জন্য নাগরিকের বুকে বুলেট; সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেছে। প্রান্তজ উপজাতিরা অমাবস্যার অন্ধকারে দিশেহারা।

উত্তর–পূর্বাঞ্চলে ভুটান–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্য অসমের আয়তন ৭৮,৪৩৮ বর্গ কিলোমিটার। ৮,৭৯৫ কিলোমিটার ভূখন্ড অসমের কোকরাঝাড়, ধুবরি, বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি, কামরূপ, ডারাং এবং শোনিতপুর জেলা দিয়ে বোড়োল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন ৬০এর দশক থেকে শুরু হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হল বোড়ো উপজাতি। ২০১১ সালের জনসংখ্যা অনুযায়ী ৫% বোড়ো উপজাতি বসবাস করে। যাদের মধ্যে ৯০.৩১% হিন্দু এবং ৯.৪% খ্রিস্টান। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৩২% বোড়ো ২৩% বাঙালি মুসলমান ১৮% অধিবাসী ১৪% কোচ রাজবংশী ১৩% অন্যান্য জনগোষ্ঠী রয়েছে। বোডা উপজাতিরা উপত্যকায় প্লেনস্ ট্রাইবাল কাউন্সিল অব অসম নামক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে ১৯৬৭ সালে অসম রাজ্য বিভাজন করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল উদয়াঞ্চল গঠনের ডাক দেয়। এই রাজ্য গঠনের দাবির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বোডো সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো। ৭০–এর দশকে দেখা যায় অসমের এই উপত্যকায় বিদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অথচ উন্নয়নের দিক থেকে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। বিশেষত বোড়ো উপজাতি উন্নয়নের টাকা অন্য খাতে খরচাখরচ করা হয়। এই উপেক্ষা অবহেলার বিরুদ্ধে ১৯৮০–র দশকে অল অসম বোড়ো স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (আবসু) আন্দোলন শুরু করে। অবাসুর রাজনৈতিক সংগঠন বোড়ো পিপলস অ্যাকসন কমিটি (বিপাক) অর্ধেক অসম বোড়োল্যান্ড গঠনের আন্দোনের চাপে একপ্রকার বাধ্য হয়ে ১৯৯৩–এর ২০ ফেব্রুয়ারি বোড়ো চুক্তি সাক্ষর হয় এবং বোড়ো প্রশাসনিক পর্ষদ (Bodo Adminis-trative council) গড়ে তোলা হয়। কিন্তু আবসু এবং বোড়ো রাজনৈতিক দলের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য

এই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ফলে নতুন করে হিংসাত্মক পরিস্থিতি ও অরাজকতা ৭০ হাজার স্থানীয় অধিবাসী ঘরছাড়া হয়।

১৯৯২–২০০২ অসমের বোড়ো অধ্যুষিত জেলাগুলিতে রাজ্যগঠনের হিংসায় বলি হয়েছে ১৩০০ সাধারণ জনগণ, ১৭০ জন নিরাপত্তা সেনা। ২০০০ সাল থেকে বোড়ো জঙ্গি গোষ্ঠী বোড়ো লিবারেশন টাইগার (বিএলটি) অসম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একাধিকবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে ২০০৩ সালে ত্রিপাক্ষিক সম্মতির ভিত্তিতে স্বশাসিত বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে যুক্ত করা হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৩০৮২টি গ্রাম আসনের মধ্যে ৩০টি গড়ে তোলা হয়। এই পর্ষদের ৪৬টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসন উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

বাকি ৫ জন অ–উপজাতি, ৫ জন সাধারণ ও ৬ জন রাজ্য সরকার মনোনীত প্রতিনিধি রাখার বন্দোবস্ত করা হয়। সংবিধানের ৩৩২(৬) ধারা অনুযায়ী এই পর্ষদের মর্যাদার বিষয়টি রাজ্য সরকারের দ্বারা স্থির করার কথা বলা হয়। এই চুক্তিতে বিএলটির চেয়্যারম্যান হাগরামা বসুমাতারি, অসম সরকারের পক্ষে মুখ্য সচিব পিকে দত্ত এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবালয়ের আরসিএ জৈন সাক্ষর করে। হিন্দু গরিষ্ঠ বিএলটি অসমে হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে সরে এলেও খ্রীস্টান সংখ্যা গরিষ্ঠ এনডিএফবি হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে সরে আসে নি। যদিও ২০০৫ অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এই সংগঠনের জঙ্গিদের ওপর সামরিক দমন পীড়ন বন্ধ করার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এই উপত্যকার শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও শান্তি কিন্তু ফেরেনি।

বোড়ো অধ্যুষিত উপত্যকায় ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের জঙ্গি নাশকতার ঘটনা। ২০১২ সালে এনডিএফবি ভেঙে অ–বড়ো নেতা সংবিজিতের নেতৃত্বে নতুন জঙ্গিগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই দুই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সংঘাতে দীর্ঘ তিন বছরে ২৫০–র বেশি প্রাণ হারায়। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য ২০১২ সালে বোড়ো এবং বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। দীর্ঘ এক মাস ধরে এই সংঘর্ষে উভয়গোষ্ঠীর ৭৭ জন মারা যায়। ৪০ হাজার লোক গৃহহারা হয়।

স্বতন্ত্র রাজ্য বোড়ো ল্যান্ডের দাবিতে ফের যে আন্দোলন ও হিংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে রয়েছে বোড়ো সমস্যার সঠিক সমাধান না হওয়া। টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল পারে নি বোড়ো অধ্যুষিত জেলায় বোড়ো মুসলিম ও অবোড়ো উপজাতির জমির অধিকারের স্বীকৃতি দিতে। যার ফলে গরিষ্ঠ বোড়োদের সাথে বাংলাদেশী মুসলমানদের সংঘর্ষ দৈনন্দিন ঘটনা। স্বশাসিত পার্ষদ বোড়োদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলে স্থানীয় মুসলমানরা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ২০১২ সালে বোড়ো মুসলিম দাঙ্গা সংঘর্ষের প্রধানতম কারণ ছিল বাংলাদেশী শরণার্থীদের চোরা পথে বোড়ো এলাকায় প্রবেশ। জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাগুলি যেভাবে এই অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ থেকে এই দাঙ্গা। ২০০১–১১ এই সময়ে বঙ্গাইগাঁও বরপেটা জেলায় বেআইনী অনুপ্রবেশকারী মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০%। বরপেটা ৬০% মুসলিম এবং ৪০% হিন্দুর বসবাস। এই অনুপ্রবেশ বন্ধ না হলে বোড়ো উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

বোড়ো জনজীবনে শান্তি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ইতিবাচক দায়িত্ব রয়েছে। অসম ফ্রন্টইয়ার স্পেশাল পাওয়ার অথরিটির (আফস্পা) সেনারা ঘোলাজলে মাছ ধরতে ব্যস্ত। ভারতীয় সেনারা কৌশলগত ভাবে জঙ্গিদের আক্রমণ প্রতিহত করলেও তাদের কাছে আগাম সতর্ক বার্তা না থাকার ব্যর্থতা জঙ্গি দখলযুক্ত জেলাগুলিতে নাশকতার ঘটনা ঘটছে। ভারতে প্রতিরক্ষা কৌশল হল জঙ্গি আক্রমণের মোকাবিলা করা। কিন্তু জঙ্গি আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিক পরিবর্তনে সম্পূর্ণ উদাসীন। উপজাতি প্রান্তিক মানুষের জীবনের অধিকার মর্যাদা ও তাদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক হতাশা থেকে জঙ্গি সংগঠনের কাজকর্ম গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১৪ সালে জঙ্গি নাশকতায় ১০০ জনের বেশি মানুষ মারা যায়। এই বছর ২৩ ডিসেম্বর বোড়ো জঙ্গিদের আক্রমণে অসমের কোকড়াঝার, শোনিতপুর সহ একাধিক জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৬৫ জনকে হত্যা করে। আদিবাসীদের ওপর এই নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের অভিযোগ আদিবাসীরা সশস্ত্র জঙ্গিদের গোপন খবরাখবর পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেয়।

স্বতন্ত্র বোড়ো রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক শুধু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ বোড়ো জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ লোক বোড়োল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। স্বশাসিত পর্ষদ গড়ে ওঠার পর বোড়ো অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার সর্বস্তরে আসে নি। পরিবর্তে এই উপত্যকায় চলছে চরম নৈরাজ্য অরাজকতা। ২০১১ সাল থেকে বোড়ো অ–বোড়োদের মধ্যে দিনকের দিন সংঘর্ষ গণহত্যা বেড়েই চলেছে। রাজ্যে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট দাবি করেছে বিটিসি ভেঙে দিয়ে মুসলিমদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে তাঁর জন্য পুর্নবিন্যাস করা। অল বোড়োল্যান্ড মাইনরিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন এবং বোড়ো সুরক্ষা সমিতি আন্দোলন গড়ে তুলেছে। যাতে তাদের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে সাংবিধানিক সুরক্ষা বোড়োদের নিজ বাসভূমির ওপর প্রদান করা হয়েছে। তাদের ভৌগোলিক সীমারেখা সরকারিভাবে চিহ্নিত করা হলেও বোড়োরা আশঙ্কায় থাকে রাতের অন্ধকারে যদি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা তাদের মেরে জমি দখল করে নেয়।

বোড়োল্যান্ড গড়ে উঠলেও তো তারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাবে। বোড়ো উপত্যকায় শান্তি প্রক্রিয়া তখনই বাস্তবায়িত হতে পারবে যখন রাজনৈতিক সদিচ্ছার দ্বারা এই উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ভূ–রাজনৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ হবে। বোড়ো উপজাতির দারিদ্র্য দূরীকরণ–শিক্ষা–স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রে বিটিসি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বচ্ছতার দ্বারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসবে। যার জন্য প্রয়োজন সুশাসন। উত্তরপূর্বাঞ্চলে বোড়ো অঞ্চল সহ সাতটি রাজ্যে স্থিতাবস্থা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য সর্বাধিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উন্নয়নের বরাদ্দ অর্থ খরচাখরচের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নজরদারি একান্তই জরুরি।

রাজনীতির সৌজন্য নয়, সৌজন্যের রাজনীতি

নির্মল গোস্বামী

নির্মল গোস্বামী : রাজনীতির সৌজন্য নিয়ে আলোচনার আগে একটা কথা না বললে বড় অপরাধ হবে, তাই সেটা বলতে হয়। সেটা হল ''আহাঃ ঝাল মুড়ি'র কি ভাগ্য''। ফুটপাতের নেহাতই নিরীহ এক খাদ্য হঠাৎই রাজনীতির সৌহার্দের আঙিনা আলো করে বিরাজিত হল। দেশের এক প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে হাতে ছোট্ট ঝালমুড়ির ঠোঙা মিডিয়ার সমস্ত ফোকাস কেড়ে নিল। আম জনতা অবাক হয়ে দেখল দুই বিপরীত শিবিরের যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ হাসি হাসি মুখে একই গাড়িতে ঝাল মুড়ির (না! রাজনীতি) অমৃত তুল্য স্বাদে আপ্লুত হলেন। তার রেশ চলল মঞ্চ অবধি। আইন সবাইয়ের আলোকতত্ত্বের থিওরি দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসার উপমা টানলেন বাবুল সুপ্রিয়। একেই বলে রাজনীতির সৌজন্য। এক মুহূর্তেই এতো দিনের যত অভিযোগ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে তার দল করে আসছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। এটা ভাববার কারণ নেই, বলেছেন বাবুল সহ একাধিক বিজেপির নেতারা। কে কোন পরিস্থিতিতে কোন স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য রাজনৈতিক নেতারা সৌজন্য বিনিময় করেন তা তাদের একান্ত গোপন বিষয়। জনগণ শুধুমাত্র তার একটা ক্ষীণ আভাস পায়। সমালোচকরা আরও কিছুটা পরিষ্কার করে দেয়। সেই জনগণ কিছু একটা অনুমানের বস্তু পেয়ে যায়। এই যেমন মমতাদির যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র–রাজ্যের সু–সম্পর্কের দায়বদ্ধতার আবেগ এতোটাই বিদ্ধ করছিল যে রাজভবন পর্যন্ত যাবার ধৈর্য্যও ধরা গেল না। নজরুল মঞ্চে গ্রিন রুমে ঢুকে নতুন সম্পর্কের নাটকীয় মহড়াটা সেরে নিতে হল মোদি মমতাকে। নিন্দুকেরা বলছে যে এটা নিছক সৌজন্য নয়। আসল হল সমঝোতা। একজনের বিল পাশের জন্য পার্লামেন্টে সমর্থন চাই, আর অপর জনের সারদার থেকে মুক্তি চাই।

যে যাই বলুক যার আচরণের বক্তব্যে যতই পূর্বের বিরোধাভাস ফুটে উঠুক আমরা একে রাজনীতির সৌজন্য বলেই ধরব। যেমন কিছুদিন আগে বিমানবাবুরা নবান্নে গিয়ে ফিসফ্রাইয়ে আপ্লায়িত হয়ে মমতার সৌজন্যে আপ্লুত হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি মুলায়মের নাতি আর লালুর মেয়ের বিয়েতে স্বয়ং মোদিজী গিয়ে হাজির। মাঝখানে মোদি আর দুপাশে দুই চিরশত্রু বসে, হাসি হাসি মুখে পোজ দিচ্ছে— তবু ভাল মুলায়ম নয়, বাড়ি কচিকাঁচারা ''মোদি কি গোদ''মে চড়ে বসেছিল। এর চিত্র রাজনীতির সৌজন্যের দৌলতে আমরা দেখতে পাই এবং ভবিষ্যতে আরও দেখব। এটা নিয়ে কারোর কোনও বক্তব্য থাকতে নেই। রাজনীতির একটা ভাল দিক। কিন্তু যে প্রশ্নটা এর পর আসে তা হল রাজনীতির নেতা নেত্রীদের বিভিন্ন স্তর আছে। কেন্দ্রীয় স্তর, রাজ্য স্তর, জেলা স্তর, ব্লক স্তর, গ্রাম স্তর। প্রত্যেক দলেই বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরা তাকে। এই যে রাজনীতির সৌজন্য যা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের নেতাদের মধ্যে আচার আচরণে দেখা যায় তা সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা যায় না কেন? কি রহস্য বলে সৌজন্য নিচের স্তরে এসে চরম শত্রুতায় পরিণত হয়ে যায়?

রাজনীতি আর সরকার আলাদা। উন্নয়নে কোনও রাজনীতি নয়—এই যে আপ্তবাক্য নেতা নেত্রীরা আওড়ায় একে অপরের পিঠ চুলকে দেওয়ার তাগিদে। নিজেদের স্বার্থ গদি রক্ষার স্বার্থ পূরণের প্রয়োজনে। সরকার আর রাজনীতি আলাদা যদি এই কথা আমাদের

রাজ্যের সরকারি পদাধিকারী মন্ত্রীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তাহলে সত্যিকারের সৌজন্যের রাজনীতির প্রকাশ রূপ আমরা দেখতে পেতাম। সরকার আর রাজনীতিকে আলাদা করতে পারলেই সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা আমরা দেখতে পারি।

তাহলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা মেনেই সরকার চলবে। তাহলে সরকারি দলের বশংবদ দ্বারা বিরোধী দলের কর্মীরা ঘর ছাড়া হচ্ছে বা বিরোধী দল করে বলে তাদের বাড়িতে আগুন ধরানো লুঠপাট চালানো হচ্ছে এ জিনিস দেখতে হতো না। দুষ্ট রাজনীতির কারবারীরা কোথায় বিচ্ছিন্ন ভাবে দু একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেও সঙ্গে সঙ্গে সরকারি প্রশাসন সক্রিয় হয়ে রাজনীতি ব্যতিরেকে করা পদক্ষেপ করলে আর দ্বিতীয় বার গ্রাম দখলের রাজনীতি ঘটনা ঘটল না। গরিব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু মাত্র অন্য রাজনীতির সমর্থক বলে একে অপরের দিকে বোমা বন্দুক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ত না। সৌজন্যের রাজনীতির চর্চা হলে একদিনে ১২০০ পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হত না। অপর পার্টির মিটিংয়ে যাওয়া ১২টা বাস জ্বালিয়ে দেওয়ার দরকার পড়েনা। সরকার বা প্রশাসন রাজনীতি মুক্ত হলে 'দিদির ছোট ছোট ভাইরা কলেজে কলেজে অধ্যাপক পেটাতে সাহস পেত না। সরকার রাজনীতি মুক্ত হলে মনিরুল, আরাবুল, অনুব্রতরা বাইরে ঘুরে বেড়াত না। সৌজন্যের রাজনীতির চর্চা হলে এমএলএ দিপালী সাহা যিনি প্রকাশ্যে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিলেন তিনি জেলে যেতেন। বিজেপি–র হয়ে দাঁড়ানো প্রার্থীদের বাচ্চা ছেলের বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে নমিনেশন তোলাতে যারা বাধ্য করল সরকার তাদের বিরুদ্ধে চুপ কেন? কোনও একজনের আত্মীয় বিজেপি করে এবং অপরাধী হিসাবে পুলিশ তাকে খুঁজতে গিয়ে বাড়িতে না পেয়ে তার কাকিমাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মার এবং পরিশেষে যৌন অঙ্গে বিচুটি বুলিয়ে দিয়ে যে নির্মম জঘন্যতম বিরল অপরাধ করল তার বিরুদ্ধে সরকারের প্রধান যিনি নিজে মহিলা হয়েও একটা নিন্দাসূচক শব্দও অপচয় করলেন না কেন? এবং সেই কেসে পুলিশ ইচ্ছা করে এফআইআরএ থাকা অপরাধীদের নাম বাদ দিয়ে চার্জশিট জমা দিচ্ছে ও আদালত তা জমা নিতে অস্বীকার করছে, এতো নগ্ন প্রশাসনিক দলবাজির পরও তো সরকার চুপ এবং বিরোধী দলও তেমনভাবে সরব হল না। সেটা কি বাবুলবাবুর রাজনীতির সৌজন্যের পাঠ অবোধ্যই থেকে যাবে। গ্রামের গরিব মানুষ, প্রান্তিক মানুষ যারা মার্কস, গান্ধি, দীনদয়াল কিছুই বোঝে না তাদের মধ্যে যদি রাজনীতির কারবারিরা সৌজন্যের রাজনীতি কি অনুশীলনের মাধ্যমে বোঝাতে পারতেন তাহলে অনেক কার্যকরী হত। চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কাঁখে কোলে বাচ্চা নিয়ে রাত্রের জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হত না। বিদেশি আক্রমণ, ঘোষিত যুদ্ধও নয় তবু মানুষ গ্রাম দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে নিজেরা মরছে অপরকে মারছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। সেই তৃণমূলের পাঁশকুড়া লাইন গ্রহণের কাল থেকে। নেতাদের ফিসফ্রাই বা ঝাল মুড়ি খাওয়া খাওয়ানোতে গ্রাম দখলের ভোটের সময় বুথ দখলের, ভোটের আগে বাইক বাহিনীর চোখ রাখানোর রাজনীতি কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য একদল মারছে প্রশাসন তাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে মদত যুগিয়ে যাচ্ছে আর একদল মার খেয়ে মরছে। এ জিনিস বন্ধ করার এবার বোধ হয় সময় এসেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করে হানাহানি নয় শান্তির সহাবস্থানের নির্ভয়ের রাজনীতির চর্চা যাতে হয় তার চেষ্টা করুক সেটাই হবে সৌজন্যের রাজনীতি। তা না হলে সৌজন্যের মুখোশের আড়ালে সমঝোতাটা মানুষ সহজেই ধরে ফেলবে সেই সঙ্গে আপনাদের রাজনীতি থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেবে।

ভোটভাগে ৩৫ ওয়ার্ডে জয়ী শাসক

তিনের পাতার পর

বিরোধী ভোটের বিভাজনে শাসকদল কিভাবে সুফল পেয়েছে নিচে তার উদাহরণ দেখুন—

ওয়ার্ড নম্বর	তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম দুই বিরোধীর মোট প্রাপ্ত ভোট
৬	৮,৫২০	৭,১৬৮ (বিজেপি)+৩৫৫১ (কং) =১০,৭১৯
১৩	১০,১০৭	৯,০৩৮ (বাম) +১,৩৩৬ (বিজেপি) = ১০,৩৭৪
২৬	৫,৬৮৩	৩,৯৫৯ (বাম)+৩,৬৮৪ (বিজেপি) = ৭,৬৪৩
৩৬	৫,৫৮৯	৩,৯৪৬ (বাম) +১,৮৩৯ (কং) = ৫,৭৮৫
৩৮	৬,১৬৮	৪,১৭৯ (বাম) + ৩,৩৮৮ (বিজেপি) = ৭,৫৬৭
৪৭	৩,৮৮০	২,২৩৮ (কং) + ১,৮১৪ (বিজেপি) = ৪,০৫২
৫০	৩,৯৪৬	২,৯৯১ (বিজেপি) +২,২২৯ (কং) = ৫,২২০
৬৩	৪,৮৯১	৪,২৫৩ (বিজেপি) + ৭৫৮ (বাম) = ৫,০১১
৬৭	১৫,৫০২	১৩,২৩৯ (বাম) + ৪,১৮৯ (বিজেপি) = ১৭,৪২৮
৬৮	৪,৮৩৩	৩,৪০৫ (বিজেপি) + ১,৯৮৮ (বাম) = ৫,৩৯৩
৬৯	৭,৬৬২	৬,২৯৬ (বিজেপি) + ৪,৭১৯ (কং) = ১১,০১৪
৭১	৭,২৪৫	৪,৫৬২ (বিজেপি) + ২,৮১১ (বাম) = ৭,৩৭৩
৭২	৫,৩২৩	৪,২৪১ (বিজেপি) + ১,৭৪৪ (বাম) = ৫,৯৮৫
৭৯	৯,১৯০	৭,৫৪৯ (বিজেপি) + ১,৯৮১ (বিজেপি) = ৯,৫৩০
৮৩	৫,৩৫৭	৪,৮৯০ (বিজেপি) + ২,১২৮ (বাম) = ৭,০১৮
৮৯	৬,১৯২	৩,৪৯০ (বিজেপি) + ৩,১৫৮ (বাম) = ৬,৬৪৮
৯৩	১২,০৪৭	৭,৮৪২ (বাম) + ৪,৮৯৪ (বিজেপি) = ১২,৭৩৬
৯৪	৬,৮০৯	৪,৬৭০ (বাম) + ২,২১২ (বিজেপি) = ৬,৮৮২
১০০	৬,৩৯৪	৬,৩৯১ (বাম) + ২,২১৬ (বিজেপি) = ৮,৬০৭
১০৬	১০,২১৭	৬,৮৩৮ (বাম) + ৪,১৯৩ (বিজেপি) = ১১,০৩১
১০৮	১১,১৮১	৮,৩৭৪ (বাম) + ৪,৯৬৪ (বিজেপি) = ১৩,৩৩৮
১০৯	১৪,৪৭১	১১,৭৩২ (বাম) + ৩,৩৪৮ (বিজেপি) = ১৫,০৮০
১১০	৬,০৫২	৫,৪৯২ (বাম) + ১,৭৫৬ (বিজেপি) = ৭,২৪৮
১১৩	৯,৭১৭	৭,৩২৩ (বাম) + ৩,১৯৬ (বিজেপি) = ১০,৫১৯
১১৭	৬,০০২	৩,৭৮২ (বিজেপি) + ২,২৮৪ (বাম) = ৬,৪৬৬
১২১	৭,৬৩৮	৬,১০৯ (বাম) + ৩,৯৭৯ (বিজেপি) = ১০,০৮৮
১২৩	৯,২২৫	৮,৬৭৮ (বাম) + ৩,৫৯০ (বিজেপি) = ১২,২৬৮
১২৪	৯,২৯৯	৭,৭১২ (বাম) + ৬,০৬৬ (বিজেপি) = ১৩,৭৭৮
১২৬	৮,৯৩২	৭,২৭২ (বাম) + ২,৭২২ (বিজেপি) = ৯,৯৭৪
১২৯	১৩,১০৩	৯,৩৮৯ (বাম) + ৩,৯০৭ (বিজেপি) = ১৩,২৯৬
১৩২	৭,৪৪১	৪,৬৫০ (বাম) + ৩,৪০৭ (বিজেপি) = ৮,০৫৭
১৩৯	৮,৩৪৪	৮,৩২৯ (বাম) + ১,৪৭৪ (কং) = ৯,৮০৩
১৪১	৫,০০৪৮	৩,৮৯৫ (কং) + ৩,২৩৬ (বিজেপি) = ৭,১৩১
১৪৩	৭,৩৫৫	৫,৩৩০ (বাম) + ২,৯০৬ (বিজেপি) = ৮,২৩৬
১৪৪	৩,৩৭৭	২,২৪৬ (বাম) + ১,২২২ (বিজেপি) = ৩,৫৬৮

তবে শাসক দল যে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে তার প্রমাণ সাম্প্রতিক ধর্মঘট। এই বিরোধী ভোট যাতে বিভাজিত না হয় এই ধর্মঘট তার লক্ষ্য দিয়ে গেল। ২০১৬-র বিধানসভার নির্বাচনে এটা স্পষ্ট হয় কী না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বামেদের রাস্তা অবরোধ

প্রত্যুষ চক্রবর্তী

মঙ্গলবার ৭ দফা দাবি নিয়ে সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ি যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করল বামপন্থী কৃষক সংগঠনের যৌথ ফোরাম। তাদের দাবিগুলি হল, ভূমি অর্ডিন্যান্স নয় অবিলম্বে ভূমি বিল ২০১৫ প্রত্যাহার করতে হবে। কৃষকদের ফসলের লাভজনক দাম দিতে হবে। বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, পেট্রল, ডিজেল, বিদ্যুত সহ কৃষি উপকরণের দাম কমাতে হবে। অবিলম্বে আকাশ ছোঁয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দাম কমাতে হবে। বোরো চাষে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও বোরো ধান সরকারকে সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে কিনতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ঘোষিত কৃষক বিরোধী নীতির ফলে আত্মহত্যাকারী কৃষক পরিবার গুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে দিতে হবে। ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি বন্ধ করতে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে পথ অবরোধ করে সারা ভারত কৃষক সভা। ওইদিন সকাল থেকে বহিরাগত গ্রাম থেকে বাসে এবং ছোট গাড়িতে করে আনা হয় বামপন্থী কৃষকসভার কর্মীদের। অবস্থান বিক্ষোভ চলাকালীন বাস গাড়ি ও মোটরবাইক আটকে দেওয়া হয়।

বেশ কয়েকজন মোটরবাইক নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পথ আটকে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে মারার জন্য তাদের দিকে তেড়ে যায় বামপন্থী কৃষক সভার কর্মীরা। অবস্থান বিক্ষোভের পর কৃষক নেতা জুরান বাগদী জানান, আমরা বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে আজ পথ অবরোধ করেছি। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার গরিব চাষিদের কথা ভাবছেনা। না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক গরিব চাষিরা। তবু তাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে আমাদের দাবি মানতে হবে এবং কৃষকদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

এ খরা কেন?

প্রথম পাতার পর

ভাকরা-নাঙ্গালের সেচ খাল ক্রমে ক্রমে জালের মত পশ্চিম রাজস্থানকে ছেয়ে ফেলছে। পাঞ্জাব-হরিয়ানায় সেচের জলের টান পড়ে যাচ্ছে—সেখানে উঠছে সোচ্চার প্রতিবাদ। রাজস্থান মরু অঞ্চলে বিশেষ বসবাস ছিল না, সেখানে শস্যোৎপাদনের লোভ দেখিয়ে বহু লোককে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগে যেখানে বৃষ্টি না হলে কোন সমস্যা হত না, পরে যদি সেচের জল যোগানো না যায় তাহলে ভয়াবহ হাহাকার দেখা দেবে। সাধারণভাবে যদি মৌসুমী বায়ু দুর্বল হয়ে যায়, যার লক্ষণ নিশ্চিতভাবে দেখা দিতে শুরু করেছে, তাহলে কি রাজস্থানের খাল পর্যন্ত জল পৌঁছবে?

হিমালয় পর্বতের মাথায় বিশাল বরফের টুপি আমাদের নিশ্চিত জল ভান্ডার। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবি থেকে নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে এই বরফ এলাকা আয়তনে ও গভীরতায় ক্রমশ কমে আসছে। লেখক ভারতের ১০০টি আবহ কেন্দ্রে নেওয়া গত ৪০ বছরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন নিশ্চিতভাবে এই বৃষ্টিপাতও কমে আসছে। কোনও কোনও বছর আঞ্চলিক প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়ের (cyclone) দরুণ সেখানে স্থানীয়ভাবে মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাত বেশি দেখিয়েছে বটে, কিন্তু এই বৃষ্টি বন্যা ও বিপর্যয় ঘটিয়েছে, দাঁড়িয়ে থাকা ফসলের সুবিধা করেনি। এ যেন ৭ দিন উপবাসের পর ভোজ বাড়িতে একদিনে ৭ দিনের খোরাক গেলা। এতে না হয় উপবাসের শান্তি, না হয় স্বাস্থ্য রক্ষা। ঘূর্ণিঝড়, মৌসুমী বৃষ্টির বিকল্প নয়। ১৯৭৮ এ দক্ষিণ বঙ্গের ঐতিহাসিক ঘূর্ণিঝড়ে দুদিনের (২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর) ৭৫০ মি মি বৃষ্টিপাত যে বছরের মোট বৃষ্টিপাত থেকে বাদ দিলে দেখা যাবে, আমরা অতিবৃষ্টির বছর বলে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত করে রেখেছি তা হয়ে যাবে অত্যন্ত কম বৃষ্টির বছর। সার্বিকভাবে বৃষ্টিপাত কমে আসার ফলে হিমালয়ের মাথার বরফের সঞ্চয়ও কমে আসছে এবং ক্রমে ধীরে ধীরে সেচের খালগুলোতেও জলের যোগান কবে আসবে। মৌসুমীর নিশ্চয়তার অভাবে ভারত বিপর্যস্ত হলে রাজস্থান কি বাঁচবে?

বস্ত্র শিল্পে চোখ সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের বস্ত্র শিল্প শুধু দেশে নয়, এর ব্যপ্তি বিদেশেও। দেশের মোট রপ্তানির ১৪ শতাংশ আসে বস্ত্র শিল্প রপ্তানি বাবদ। কৃষির পরেই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বস্ত্র মন্ত্রক। তাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণায় বস্ত্র মন্ত্রকের কর্মসূচি 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কল্যাণার্থে এই কর্মসূচি বস্ত্র শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের ওপর ভিত্তি করে বস্ত্র মন্ত্রক, দক্ষতা, দ্রুততা এবং 'জিরো ডিফেক্ট, জিরো এফেক্ট' অর্থাৎ 'শূন্য ত্রুটি বিচ্যুতি ও শূন্য কুপ্রভাব' ভাবনা গ্রহণ করেছে। কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি বাড়াতেই এই ভাবনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক কাজকর্মে 'সুদক্ষ প্রশাসন, ন্যূনতম হস্তক্ষেপ' ধারণার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক মাসে বস্ত্র মন্ত্রকের সুসংহত বস্ত্র পার্ক কর্মসূচিতে বস্ত্র শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গঠনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বস্ত্র মন্ত্রক এই সংক্রান্ত ২০টি প্রস্তাবে অনুমতি দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা এই বস্ত্র পার্ক বা টেক্সটাইল পার্কে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫০০ টাকা। আর এর ফলে ৬৬০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। কর্মসূচিতে রাজ্যগুলিকে শরিক করতে, শিল্প উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার ওপরও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

● **কার্পাস উৎপাদকদের স্বার্থসুরক্ষায়**

বস্ত্র মন্ত্রক কার্পাস উৎপাদকদের স্বার্থ সুরক্ষায়, দেশের ১১টি কার্পাস উৎপাদনকারী রাজ্যে ৩৪১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় কার্পাস নিগম ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা করেছে। এই পরিচালনার কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৬ লক্ষ বলেরও বেশি কার্পাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কার্পাস বাবদ অর্থ উৎপাদকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পৌঁছে গিয়েছে।

● **পাট উৎপাদক ও পাটকলের শ্রমিকদের স্বার্থসুরক্ষায়**

ভারতের পাট শিল্পের ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। পূর্ব ভারত বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গে পাট উৎপাদন ও পাট শিল্পের প্রসার। কেন্দ্র পাট উৎপাদক ও পাটকলগুলির স্বার্থ সুরক্ষায় ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে সমস্ত ধরণের খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেজিং বা মোড়ক চটের করার নির্দেশ জারি করেছে। পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করার জন্য ভারতীয় পাট নিগম বা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে ভর্তুকি ও আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাটের তৈরি নানা ধরনের সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ানমো, উন্নত মানের প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সরকারি চটকলগুলির সম্পদের সদ্ব্যবহার বাড়াতে এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্র, রাজ্য, চটকল মালিক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী বৈঠক করেন।

● **ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের পুনর্গঠন**

বস্ত্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ দিতে ন্যাশনাল কর্পোরেশনকে (এন টি সি) ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়। এনসিটি দেশের রুগ্ন চটকলগুলির দায়িত্ব ২০১৪ সালের ২৮ অক্টোবর শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্ষদের হাত থেকে নিয়ে নেয়। গত কয়েক মাসে এ ধরনের দশটি কাপড়ের কল লাভের মুখ দেখেছে এবং এন টি সি'র আওতাভুক্ত লাভজনক সংস্থার সংখ্যা এখন ১৩-তে দাঁড়িয়েছে।

● এন টি সি-এর কাজকর্ম সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয়েছে।

● এন টি সি-এর কাজকর্মের ধারা পরিবর্তন, জামাকাপড় তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন এবং বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয়ে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

● **ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের সম্পদ ব্যবহার**

সংস্থাটি গত ১৯৯২ সাল থেকে শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন পর্ষদের তালিকায় রয়েছে। সংস্থাটির পুনর্গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

● **বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ**

বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে সুসংহত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরও জোরদার করা হয়েছে। দ্বাদশ পরিকল্পনায় এই কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৯০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর 'সুদক্ষ প্রশাসন দিবস' উপলক্ষ্যে এই কর্মসুচিতে ১৫ লক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বস্ত্র শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে বস্ত্র মন্ত্রক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৩.৭৫ লক্ষ যুবক-যুবতী প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

● **তাঁত শিল্প ও অনলাইন বিপণন**

ক্লাস্টারের মাধ্যমে কাজ, বিপণন বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশল ও উদ্যোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তাঁর শিল্পের লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের উপার্জনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

● এই ক্ষেত্রে ৪৩.৪১ লক্ষ শ্রমিক যুক্ত রয়েছে। এই শ্রমিকেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ২৩.৭৭ লক্ষ তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

● এ বছরে বেনারসে মেগা ক্লাস্টারে প্রতিটি ব্লকে সাতটি কমন ফেসিলিটি সেন্টার বার সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র চালু হয়েছে।

● উৎপাদিত সামগ্রী অনলাইনে বিপণনের জন্য ফ্লিপকার্টের সঙ্গে মন্ত্রকের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। অত্যাধুনিক ও নতুন ডিজাইনের উন্নতমানের সামগ্রী উৎপাদন করার জন্য প্রাথমিক বয়নশিল্পী সমবায় সমিতিকে পরিকাঠামো উন্নয়নে সাহায্য করা হচ্ছে। নতুন ডিজাইনের আধুনিক সামগ্রীগুলিই ই-বিপণনের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা হচ্ছে।

● ই-বিপণনকে সফল ও জনপ্রিয় করে তুলতে ভারতীয় তাঁত শিল্পের একটি ব্র্যান্ড এবং বয়ন শিল্পীদের একটি গোষ্ঠী গঠন করা হচ্ছে।

● হস্ত শিল্প

● গত কয়েক মাস শিল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে লক্ষণীয় অবদান রেখেছে।

● হাতে তৈরি কার্পেট সহ, হস্ত শিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর রপ্তানি চলতি বছরের ২৩.১৬ শতাংশ হয়েছে।

● পাওয়ার লুম

● গত কয়েক মাসে ৮৫০০টি কম উৎপাদনক্ষম পাওয়ারলুমকে উন্নত করা হয়েছে। এই বাবদ ৯.৯৮ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

● সুতো মজুতের জন্য একটি সুতো ব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই ব্যাঙ্কের জন্য চার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ এক কোটি টাকা। এ ধরণের ব্যাঙ্ক গঠনের জন্য সুরাট থেকে দুটি প্রস্তাব, কোয়েম্বুটার থেকে দুটি প্রস্তাব এবং বারানসী থেকে একটি প্রস্তাব অনুমোদিন হয়েছে। এই ব্যাঙ্ক বা ভান্ডার থেকে প্রয়োজন মতো সংস্থাগুলি সুতো নিতে পারবে।

● নতুন বস্ত্র নীতি

নতুন বস্ত্র নীতি প্রণয়নের জন্য খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এই খসড়া নীতি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

নতুন নতুন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি বস্ত্র মন্ত্রকের প্রতিটি বিভাগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালানো হচ্ছে।

● বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি

মন্ত্রকে বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে বস্ত্র মন্ত্রকের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প নীতি ও প্রসার দফতরের পোর্টালে মন্ত্রক যুক্ত হয়েছে। বস্তু উৎপাদন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, মন্ত্রকের কাজকর্ম আরও কম্পিউটার-ভিত্তিক করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্বপ্ন পূরণ করতে বস্ত্র মন্ত্রকের নেওয়া পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

বিবেক নিকেতনে ব্রতচারী শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ব্রতচারী সমিতির সহযোগিতায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালির বিবেক নিকেতনে গত ৩১মে থেকে শুরু

হল ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির। যোগদান করে শিশু কল্যাণ ভবনের আবাসিক ছেলেরা। শিবিরের উদ্বোধন করে ব্রতচারী সমিতির কর্ণধার ও গুরুসদয় মিউজিয়ামের কিউরেটার ড. বিজন মণ্ডল, ব্রতচারী আন্দোলনের আদর্শ ও কার্যকারিতা নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনে আদর্শ ও কার্যকারীতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারী গ্রামে নিয়মিত ব্রতচারী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির কর্ণধারদের ধন্যবাদ দিয়ে শ্রী মণ্ডল বিবেক নিকেতনে একটি ব্রতচারী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গুরুসদয় মিউজিয়ামের অ্যাসিসটেন্ট কিউরেটার ড. দীপক বড় পন্ডা ও সমিতির সদস্য ডাঃ সুবোধ চৌধুরী। শ্রী বড় পণ্ডা সমিতির প্রাণপুরুষ প্রয়াত তরুণভূষণ গুহর শরীর চর্চার স্বপ্ন সাকার করার পরামর্শ দেন।

উপস্থিত ছিলেন আর এক সদস্য ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ আশা করেন গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন হয়ে উঠুক বিবেক নিকেতন। এখানে একটি কেন্দ্র করার জন্য ব্রতচারী সমিতিকে অনুরোধ জানান। এরপর ব্রতচারী শিক্ষাদান শুরু করেন প্রশিক্ষক দেবকুমার পাল।

আলিপুরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসএসসি-র মাধ্যমে জেলার বিদ্যালয়গুলির শূন্য পদে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, পার্শ্ব শিক্ষকদের পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা প্রদান, মিড ডে মিলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত অভিভাবক সভার ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান, অর্জিত ছুটি চালু প্রভৃতি দাবি নিয়ে সারাবাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক হরিপদ বৈদ্য এক ডেপুটেশনে স্মারকলিপি তুলে দেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিদ্যালয় পরিদর্শন মৃন্ময় ঘোষের হাতে। তিনি স্মারকলিপি গ্রহণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সঙ্গে ছিলেন সমিতির অমল নায়েক সহ অন্যান্য পদাধিকারিরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : লায়নস ক্লাব অব বেহালা কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস-এর পক্ষ থেকে গত ২৪ মে রবিবার সন্ধ্যাবেলা বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী অমর পাল, বর্তমান বর্ষে 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্ত কথাশিল্পী স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানো হল স্মারক ও উপহার দিয়ে। এই সম্মান তুলে দিলেন ব্রিটেনের ভাইস গভর্নর লায়ন মীণাক্ষ মাইতি। শিল্পী অমর পাল বলেন, যারা গান ভালোবাসেনা, তারা শিশুর হাসিও ভালোবাসেনা। তারা মানুষ খুন করতে পারে।'' ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি কনক বল্লভ সাহা বলেন, তরুণ প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক জগতে উদ্বুদ্ধ করতেই এই বিশেষ আয়োজন। নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশনায় ভরপুর জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা কাটল বড়িশা শশীভূষণ জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠের সভাগৃহে।

আবোল-তাবোল সন্ধ্যা

প্রিয়ম গুহ : ৩১ মে রবিবার, যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমিতে 'শারদীয়া' (উল্লেখ্য ফেসবুকের মাধ্যমে তৈরি একটি সংস্থা) পথশিশুদের, দৃষ্টিহীনদের এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ আবোল তাবোলদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে তারা রাসবিহারী থেকে চেতলা যেতে পথের ধারে যে শিশুরা থাকে তাদের নাচ গান শিখিয়ে একটি মনোরম সন্ধ্যা

উপহার দেয় প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দর্শকদের। এছাড়াও দি রিফিউজির ছাত্রছাত্রীদের এবং অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানও মন কেড়ে নিয়েছে। শারদীয়ার পক্ষ থেকে 'আলোর পথযাত্রী' হিসেবে তারা সম্মানিত করেন ছোট্ট হাসেম আলিকে, যে দুর্ঘটনার হাত থেকে একটি যাত্রীবোঝাই ট্রেনকে রক্ষা করে। সম্মানিত করা হয় বৃদ্ধা সুভাষিনী মিস্ত্রিকে যিনি তাঁর বিনা চিকিৎসায় স্বামীর মৃত্যুর পর সুন্দরবনে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলেন, তিনি বলেন যাতে আর কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় তাই তার এই প্রয়াস। এছাড়াও কবিতা ক্লাব, সমাজসেবী তপন সিনহা, বিশ্বরূপ দে ও ঝুমা সরকারকে সম্মানিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ক্যানিং-২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প, গ্রাম-খুচিতলা, পোঃ জে. এস. বাদ, থানা-জীবনতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনার তরফে জানানো যাচ্ছে যে, বিজ্ঞপ্তি নং : ৩৮/আই.সি.ডি.এস/ক্যান-২ তাং-২৬/০২/২০১৪ মোতাবেক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীর শূন্যপদে নিযুক্তির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের ডাকযোগে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। আগামী ১৪ই জুন, ২০১৫, রবিবার হাওড়ামারী হাই স্কুল, জীবনতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয় এই দুই কেন্দ্রে বেলা ১২টা থেকে ২.৩০ পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল প্রার্থী আগামী বুধবার, ১০ই জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাবেন না, তারা নিজেদের প্রার্থীপদের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ আগামী বৃহস্পতিবার, ১১ই জুন, ২০১৫ তারিখ সকাল ১০.৩০টা থেকে ৩.৩০-এর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
ক্যানিং-২ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

135/ICDS/Can-2 / 03/06/15

Tender Notice

Tenders are invited from the Co-operatives/ Firms/ individuals for storing/ carrying of Food Stuffs and supply of stationary and other miscellaneous articles of the Basanti ICDS Porject, South 24 Pgs. for the Period of one year i.e. for the year 2015-2016.

The last date of receiving application for tender documents on 6th July 2015 up to 2-00 p.m.

Further details are available from the office of the undersigned.

Sd/-
Child Development Project Officer
Basanti ICDS Project
South 24-Parganas

187/ICD/BAS/ 28/05/15

Tender Notice

Memo No 46/ICD/Gosaba Date 01/6/15

Tenders are invited from co-operative/ Firms/individuals for storing/carrying of food stuffs and Machanised Boat and supply of stationary and others miscellaneous articles of the Gosaba ICDS Project South 24 Pgs. for the period of one year i.e for the year 2015-2016.

The last date of receiving application of tender documents on 26th June 2015 upto 2 p.m.

Further details are available from the office of the undersigned.

Sd/-
Child Development Porject Officer
Gosaba I.C.D.S Project
South 24 Parganas

ভ্রমণের গন্তব্য হিসেবে তাজ চির নতুন

সঞ্জয় ঘোষ

মানুষের জীবনে সব শখের সেরা শখ হল ভ্রমণ। কী? ঠিক কি না? সেই ভ্রমণে যাওয়ার চেষ্টা কত রকম মানুষের কত রকমারি তা বলে শেষ করা যায় না। যেমন সবাই প্রায় বলে, পুরী নাকি পুরনো হয় না। কথাটা কিন্তু নেহাত মিথ্যে নয়। সত্যিই পুরীতে বারে বারে যাওয়া যায়। লোকে তাই যায়ও। বছরে বছরে। অনবরত। তাই তো পুরীর ট্রেনগুলোর টিকিটই মেলা ভার। বিশেষ করে সিজনে। আমার এক অতি নিকট জন আজ প্রায় তিরিশ বছর বিয়ে হওয়া ইস্তক ফি বারে কেবল পুরীই যাচ্ছে। অন্য জায়গায়ও যায়। তবে কম। পুরীতে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। শেষ আর নেই। ভবিষ্যতেও ওরা যাবে।

তা যাক। আমি ওদের কথার সুর থেকেই আধুনিক সিনেমার মতো রিমেকের কায়দায় বলি, পুরী যদি কখনও পুরনো না হয়, তবে আজ থেকে যার চিরনতুন, যতবারই তাকে ইতিপূর্বে দেখোনা কেন, ফের দেখলে মনে হবে, এই প্রথম যেন তাকে দেখছি। যে চিরনতুন। চির অভিনব। এককথায়, লা জবাব।

তাজ, সম্রাট সাজাহানের এমনই এক চির বিস্ময়কর সৃষ্টি, যা দর্শকের কাছে অমর হয়ে থাকে! পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য! পত্নীকে হারিয়ে পত্নী প্রেমের এমনই এক অদ্ভুত নিদর্শন গড়ে ফেললেন, যা পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে এক অনন্য সৃষ্টে! ধন্য তাঁর পত্নীপ্রেম। ধন্য তাঁর কল্পনা! ধন্য তাঁর চোখের জল! ধন্য তাঁর মায়ামোহ! ধন্য তাঁর ঐশ্বর্য! ধন্য সেই ঐশ্বর্যকে বিনিময় করে পাথরের গায়ে কাব্যময়তা! ধন্য তাঁর চিরতুষারধবল তাজ! যে দেখে সেই ধন্য। বিবেকানন্দ দেখে চিরমুগ্ধ! ফল—সাজাহানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথেরও একই অবস্থা। গল্প-কাব্যে অকুণ্ঠ তাজ-স্তুতি। তাই বলছিলাম—চলুন না, এবার পুজোয় যাওয়া যাক তাজ দর্শনে। একবার যদি দেখাও

হয়, তবু হয়ে যাক না আর একবার। আগাম টিকিট কেটে ফেলুন। সঞ্জয়ের এই লেখা পড়লে জানি না ছাড়তে পারবেন না। যেতেই হবে। খরচ তেমন কিছু নয়।

যদি দুই ব্যাচেলর বন্ধু হন; দুজনেই সমবয়সী যুবক দুজনেই দুজনের ইয়ারদোস্ত অনেকটা শোলের ধর্মেন্দ্র আর অমিতাভের মতো চলে যান দুজনে। দারুণ এনজয় করবেন। যদি সপরিবারে কেউ যান, তবে তো কথাই নেই। ভীষণ মজা হবে। যদি পরিবারে না হয়ে শুধু একজন প্রেয়সী থাকে, তবে তো নিশ্চয়ই যাবেন তাজ। প্রেয়সী আর আপনাকে ছাড়া ভাবতেই পারবে না কারও কথা জীবনে। আর যদি সদ্য আপনার বিয়ে হয়ে থাকে। তবে হনিমুনে যেতেই পারেন তাজ দেখতে। তাজ সংলগ্ন গোলাপ বাগান তো তাহলে আপনাদের জন্য। তো রোম্যান্টিক আর কোথাও আছে নাকি? মনে হবে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে এসেছে।

কিন্তু জীবনে যদি কারও কেউ না থাকে? একা। অসহায়? তা হলে তো তাজ দেখতেই যাবেন। উদাস, নির্মোহ দৃষ্টিতে তাজকে দেখতে পড়বে। মনে হবে জীবনে আপনি একা হলেও জীবনটা শুধু শুধু ফেলে ছড়াবার নয়। ঈশ্বর আপনাকে একা করেছেন। নিশ্চয়ই তাঁর কোনও একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। আপনাকে দিয়ে কোনও বিশেষ কাজ তিনি করাবেন। তাও দেখে এসে কাজের শুরুয়াৎ।

তবু সব থেকে ভালো হয় কী হলে? যদি তাজ দেখতে গিয়ে একা নিঃসঙ্গ কোনও মানুষ তাজ প্রাঙ্গনেই তাঁর জীবন-সঙ্গীকে খুঁজে পেয়ে যান। কোনও বাঙালি-অবাঙালি, স্বদেশি-বিদেশি, কোনও মাধবীলতা কিংবা কমলকলির চোখ আপনার চোখের তারায় এসে মিলে যায়? তাহলে তো একেবারে কামাল হয়ে যাবে। এক কাটে ছক্কা! মানে ওভার বাউন্ডারি! মানে ম্যান অব দ্য ম্যাচ! মানে জীবনের ওয়ার্ল্ডকাপ জয়! এইরকম রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিততে গেলে আপনাকে যেতেই হবে তাজে। কারণ, তাজে সবাই থাকে খোশমেজাজে। দারুণ মুডে। আর হতে হবে একটু সাহসী। হতে হবে খুব কেতাদুরস্ত আর স্মার্ট। হতে হবে চৌখস খেলোয়াড়। অর্থাৎ প্লে-বয়। তারপর সবশেষে ফিরবেন সঙ্গে কাপ নিয়ে। মানে, সঙ্গে জীবন-সঙ্গিনী।

থুড়ি, কিন্তু ফিরবেন কেন সাত তাড়াতাড়ি? আগ্রা থেকে সোজা চলে যাবেন দিল্লি। অথবা গোলাপি শহর চুরপুর। সেখান সেখানে কোনও তারকাখচিত হোটেলের দামি সুইটের নিরাপদ আস্তানায় বসে মোগল খানা খেতে খেতে ছকে ফেলবেন চট করে জীবনের বাকি অবয়বটা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও কুছ পরোয়া নেই। পুজোয় এই খেলাটা খেলতে পারলে সামনের শীতকালটা খাসা খাসা কাটবে কলকাতায় কিংবা কলকাতার আশে-পাশে। আশেপাশেই দুজনের জন্যে বুক করে ফেলবেন নতুন ফ্ল্যাট।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কখন যাবেন তাজ দর্শনে? সাত সকালে যান। ভাল। মধ্যাহ্ন-সূর্যের আলোয় যান। সেও মন্দ নয়। মেঘলা দিনে যান। ছায়া ছায়া। তাও ভাল। ভাগ্যের জোরে বৃষ্টি যদি হয়,আরও ভাল। গোধূলি বেলায় যান। অতুলনীয়। আর পূর্ণিমার দিন যদি চাঁদনি রাতে যান? জীবন ধন্য।

আমি কিন্তু তাজ দেখার অনেক আগেই তাজকে অনুভব করেছিলাম অন্য এক জনের চোখ দিয়ে দেখে। কলকাতায় একসময় আমাদের এক প্রতিবেশিনী ছিলেন। তিনি আমার বিশেষ শুভাকাঙ্খিনীও ছিলেন বটে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীসমা। উত্তর প্রদেশী ব্রাহ্মণ কন্যা। ধনী ঘরের পরম রূপসী বিদূষী মেয়ে, তথা গৃহবধূ। তাজ শহরে তার জন্ম, পিত্রালয়, বেড়ে ওঠা, শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু মনস্তত্ত্বের এম এ। সেই তিনি সবসময় আমাকে কাছে ডাকতেন। গল্প বলতেন। চা খাওয়াতেন। আর মধুর হিন্দিতে আলাপ করতেন। তাঁর আলাপে প্রায়শই কথায় কথায় উঠে আসত তাজ। স্কুল থেতে তাজ। কলেজ থেকে তাজ। শুধু শুধু তাজ। দিবসে-নিশিথে যখন খুশি তাজ। অর্থাৎ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাজ। বলতেন গর্ব করে, তাজ শিল্পের সে কী মহিমা। তার কী রূপ প্রতিটি ঋতুতে প্রতিটি দিন, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

সপ্তম আশ্চর্য কি শুধু কথার কথা? দু শো শতাংশ সত্যি। মানুষের হাতে যেন ঐশ্বরিক জ্যোতির প্রকাশ। ভাল করে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পরে ব্রিটিশ তাই দেখে গড়ল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। শিব গড়তে কী গড়া বলে যেন? তা সে যাইহোক, আপনারা সবাই আরও একবার তাজ দেখে আসতেই পারেন। পয়সা বিফলে যাবে না। কারণ, তাজ চিরনতুন, চিরন্তন, চিরউজ্জ্বল।

এদিকে আমার তাজের কথা ভাবলেই তাঁর কথা মনে পড়ে যায়। একদিন হঠাৎই তিনি চলে গেলেন স্বামী দেওয়ারীসাহেব ওএনজিসি-র বড় অফিসার। বদলির চাকরি। বদলি হয়ে গেলেন এক অর্ডারে। আর আমি হয়ে গেলাম বড় একা। প্রায় সাতাশ-আঠাশ বছর আগের কথা। আজ তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন কী করছেন কে জানে! ভাবলেই মনটা একরাশ বেদনায় ভরে যায়।

কঙ্কনদিঘীতে আবিষ্কৃত সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ বিহার

সৈকত ঘোষ

অনেকের ধারণা 'বন-বাদাড়ে'র দেশ সুন্দরবনে কোনও প্রাচীন সভ্যতা ছিল না। পলি জমে জমে সৃষ্টি হওয়া এই সুন্দরবনে মানুষের বসবাস বেশি দিনের নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সুন্দরবনের বহু জায়গায় উৎখনন করে মিলেছে হাজার হাজার বছরের পুরানো প্রত্ন বস্তু। সুন্দরবনের প্রত্ন বস্তু সমৃদ্ধ কঙ্কনদিঘির পিলখানা স্থলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় প্রত্নগবেষক দেবীশঙ্কর মিদ্যার সহযোগিতায় গত বছর হয়েছিল খনন কাজ।

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে গবেষকরা সঠিক বিশ্লেষণ করে, জানিয়েছিলেন পিলখানা স্তূপটি একটি বৌদ্ধ বিহার, যা সপ্তম-অষ্টম শতকে নির্মিত। পিলখানা স্তূপ খনন করে পাওয়া গিয়েছিল একটি বৌদ্ধ বিহার সহ একটি শস্যাগার, প্রচুর শামুকের খোল, চারকোল, লোহার টুকরো, কালো ও ধূসর আকৃতির মৃতপাত্র, শামুক অঙ্কিত ইট, তিনকোনা আকৃতির ইঁট, পাথরে খদিত ভাস্কর্য, দুটি পায়ের পাতার ভগ্ন অংশ সহ বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। এই খনন কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপিকা ড. দুর্গা বসু। সহকারী গবেষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুনসুর মণ্ডল, এই খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলি রাজ্য পুরাতত্ত্ব দফতরে সংরক্ষিত, এই পিলখানা বাড়ি মননের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব দফতর কঙ্কনদিঘির অন্য প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ এলাকাগুলিতে খনন কাজ চালাতে আগ্রহী। এই খনন কাজের ফলে উঠে আসবে সুন্দরবনের কঙ্কন দিঘির মাটির তলায় চাপা পড়া হাজার হাজার বছরের পুরানো স্বর্ণময় ইতিহাস।

মা তারার বোন তারিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : তীর্থস্থান হিসেবে বহু জায়গার নাম আমরা শুনেছি কিংবা ঘুরেও এসেছি। শুধু তো আর ঘুরতে যাওয়া নয়। রীতি মতো পুণ্য অর্জন করার লক্ষ্যে কখনও আমরা ছুটে যাই কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, জম্মুর জয়মাতাদি, শিরডির সাঁইবাবার দর্শনে কিংবা কাশ্মীরের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত অমরনাথে। এছাড়াও দাক্ষিণাত্যের তিরুপতি নাথ, পড়শি দেশ নেপালে অবস্থিত পশুপতি নাথ আমাদের দর্শন গন্তব্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। কাছাকাছি পুণ্য লাভ করতে অনেকেই ছুটে যান পুরী কিংবা মা তারার আশীর্বাদধন্য তারাপীঠে। অথচ আমরা অনেকেই জানিনা মা তারার এক বোন দেবী হিসেবে পূজিত হন আমাদের প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশায়। কেওনঝড় জেলার ঘটগাঁওতে পাহাড়ের ওপর দেবীমায়ের মন্দির অবস্থিত। হাওড়া থেকে রাতে ট্রেনে চেপে ৬ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছানো যায় জাজপুর-কেওনঝড় রোড স্টেশনে। এখান থেকে বাসে ১ ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন মন্দিরে।

পর্যটনে জোর দিলে ভোল পাল্টাবেই জেলার

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পর্যটন ক্ষেত্রের যা সম্ভাবনা আছে, তা ঢেলে সাজাতে পারলে আগামী দিনে এই জেলার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো আমূল বদলে দেবে। গত বাম আমলে এই জেলার পর্যটনকে অবহেলা করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার এই জেলায় ছুটে এসেছেন, এবং পর্যটন শিল্পের প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গত চার বছরে এই জেলার পর্যটন ক্ষেত্রগুলোকে সাজিয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এখনও নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা পর্যটকদের বেশি করে এই জেলায় আকৃষ্ট করতে পারেনি।

সুন্দরবন ভ্রমণের বর্তমানে দুটি পয়েন্ট আছে গদখালী আর ঝড়খালী। গদখালী থেকে গোসাবা পর্যন্ত নদীপথ এখনও বেশ বিপজ্জনক। এখানে একটা ব্রিজ হলে খুব ভালো হয়। গোসাবা থেকে পাখিরালয় যাওয়ার জন্য মটর চালিত ভ্যানই প্রধান পরিবহনের মাধ্যম। পাখিরালয়ে সুলভ মূল্যের থাকার ও খাবার হোটেলের সমস্যা আছে। এখান থেকে সজনেখালী হয়ে সুন্দরবন পরিভ্রমণ করতে হয়। ভ্রমণের জন্য সরকারি উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব আছে। অন্যদিকে ঝড়খালী আগের থেকে অনেক পাল্টে গেলেও, এখানেও পর্যাপ্ত সুলভ মূল্যের হোটেলের অভাব আছে। পাথর প্রতিমার ভগবৎপুর, সাগরদ্বীপেও সরকারি লজের অভাব আছে। যেটুকু আছে তাও পর্যাপ্ত নয়, আবার তা কলকাতা থেকে বুকিং করতে হয়। নামখানার হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হলে বকখালিতে পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। বকখালিতে প্রচুর হোটেল আছে। এখানেও সরকারি লজের অভাব আছে। তাছাড়া প্রতিটি পর্যটক ক্ষেত্রে পর্যটকদের নিরাপত্তারও যথেষ্ট পরিকাঠামোর অভাব আছে। মাঝে মধ্যেই সুন্দরবনে ডাকাতির ঘটনা সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে। যা পর্যটকদের বিভ্রান্ত করে। গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, গোসাবার পাখীরালয় ও বাসন্তীর ঝড়খালীতে পর্যটন দফতর থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দাদুর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, আজ বাড়ি বাড়ি শৌচাগার

দীপককুমার বড় পণ্ডা

তখন মুর্শিদাবাদে থাকি। ওখানকার মহিলাদের একটি সমবায় সমিতি বাড়ি বাড়ি শৌচাগার তৈরির কাজ করত। সেই সমিতির সঙ্গে আমার খুব যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝেই ওদের কাছে যেতাম। গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের নানা গল্প শুনতাম। শুনতাম, গরিব মানুষেরাও তাঁদের আত্মমর্যাদার জন্য সমিতি থেকে লোন নিয়ে কিভাবে শৌচাগার তৈরি করছেন। সেসব অনেক কাহিনী। এই প্রসঙ্গেই একটি চিঠির কথা এখনও মনে পড়ে। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবনে একটি শৌচাগার কিভাবে সবকিছু এলোমেলো করে দেয়, সেটার কারণে এই চিঠির কথা ভুলিনি। সেই চিঠিটাই এখানে তুলে ধরলাম।

১০ ডিসেম্বর, ২০১০,

পূজনীয় কাকিমা মধুপুর, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

প্রণাম নেবেন! হয়তো আমার চিঠিটা পেয়ে অবাক হবেন। কারণ অনেকদিন বাদে আপনাকে চিঠি লিখছি। তাছাড়া এখন তো পোষ্টকার্ড বা খামে চিঠি লেখার অভ্যাসটা প্রায় উঠে গিয়েছে। আসলে আমাদের এখানে তো এখনও মোবাইল ফোন আসেনি। তাই যা যোগাযোগ সব চিঠিতেই করি আমরা।

আজকে অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ছিল। কলকাতায় কাকু বিয়ে করার পর আপনাকে নিয়ে যখন

দেশের বাড়িতে এলেন তখন আমরা ভাইবোনেরা খুব ছোট। তখন ভালো করে সব কিছু বুঝবার বয়স হয়নি। তবে মনে আছে দাদু শহর থেকে আপনাকে পালকি করে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাটির ছাদে দাদু প্লাস্টিক লাগিয়েছিলেন, যাতে ছাদ থেকে মাটি না পড়ে। আপনি এলেন, মা-ঠাকুমা শাঁখ বাজিয়ে আপনাকে বরণ করলেন। আমরা আনন্দে নতুন কাকিমা, নতুন কাকিমা বলে চেঁচাতে লাগলাম। শহর থেকে গ্রামে আসতে নিশ্চয় আপনার বেশ কষ্ট হয়েছিল। তবুও আপনি আমাদের নাচ ও চেঁচান শুনে বেশ খুশি হয়েছিলেন।

গ্রামে দশ দিন থাকবেন বলে দাদু প্রতিদিনই নানারকম খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম দিনই সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা আস্ত ছাগল কাটা হয়েছিল মাংস রাঁধার জন্য। কলকাতা থেকে আপনারা প্রচুর মিষ্টি এনেছিলেন। পাড়ায় সেসব বিলানো হল। অনেকে নতুন বউ দেখতে এলেন। বাড়িতে উৎসব লেগে গেল। তবে সন্ধ্যা হতেই উৎসবের ভাবটা বদলে গেল। মা, ঠাকুমার মুখ দেখলাম থমথমে। কোথায় যেন একটা তাল কেটে গেছে। অনেক রাতে শুনলাম পরের দিন ভোরেই আপনারা নাকি কলকাতা ফিরে যাবেন। আমাদের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কেননা আমরা ভেবেছিলাম কয়েকদিন স্কুলে যেতে হবে না, পড়তে হবে না, দারুণ আনন্দ হবে। সব মাটি হয়ে গেল।

বড় দিদি রাত্রে ঘুমোবার সময় কারণটা বলল। বাড়িতে পায়খানা-পেচ্ছাব করার কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই কাকিমা থাকবেন না। গ্রামে তখন কারও বাড়িতে পায়খানা ঘর ছিল না। দাদুরও খুব কষ্ট হয়েছিল। কাকু মনে হয় একটু মানিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাকে বোঝাতে চাইছিল। আপনি খেঁকিয়ে উঠেছিলেন। পরের দিন সকালে উঠে আপনাকে আর দেখতে পাইনি। মা, বিছানা থেকে তোলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেদিন আপনার ওপর রাগে বিছানা ছেড়ে উঠিনি।

কাকিমা, আমাদের সেই মধুপুর গ্রাম আজ বদলে গিয়েছে। এই গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে এখন পায়খানা ঘর আছে। দাস পাড়ায় তিন ঘর বাকি ছিল। ওরা খুব গরিব, তাই ওদের পায়খানা ঘর বানাতে সাহায্যও করেছে অনেকে। এখন সরকার আমাদের গ্রামকে 'নির্মল গ্রাম' হিসাবে ঘোষণা করেছে।

মা বলেছিলেন সেদিন আপনি চলে যাওয়ার পর দাদু নাকি খুব দুঃখ করেছিলেন। কাকুর ওপরও দাদুর খুব রাগ হয়েছিল। বলেছিলেন, এ কেমন বউ আনল খোকন। আজ শহরের অনেক মেয়ে মধুপুরের বউ হয়েছে। তাদের আর কোনও কষ্ট নেই। প্রতি বাড়িতে পায়খানা ঘর গ্রামটার চেহারাই বদলে দিয়েছে। পায়খানা ঘর না থাকার কারণে আপনি দাদু মরার সময়ও আসেননি। মরার দিনেও দাদু আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—সুপর্ণা কি আসছে? কেউ

যাওয়া আসার পথে পথে

সেই প্রশ্নের কোনও জবাব দেয়নি। দাদুর আজ মৃত্যু দিন। তাই মনটা খুব খারাপ। তবে দাদু কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন একখানা পায়খানাওয়ালা সুন্দর ঘরের, সেখানে আপনি, মা, ঠাকুমারা ভালভাবে থাকবেন। দাদুর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। কাকুকে প্রণাম দেবেন। রিন্টিকে আমার ভালবাসা দেবেন।

ইতি

স্নেহের পিকাই

বিশেষ সংযোজন : আলিপুর বার্তার অন্যতম আকর্ষণ নিঃসন্দেহে এই 'যাওয়া আসার পথে পথে' কলমটি। তার ওপর এই পর্বে লেখকের অতি শৈশবকালের এমন একটি স্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে যার সঙ্গে হালফিলের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বিস্তর মিল। বস্তুত বেশ কয়েক দশক আগে শৌচাগার এবং প্রস্রাবাগার না থাকার ফলে এইরকম সামাজিক বিড়ম্বনার ঘটনা ঘটেছে ভুরি ভুরি। সেই জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস শুরু হয়েছে বর্তমান মোদি জমানায়। এই সংযোজিত লেখনির উদ্দেশ্য আদৌ মোদির প্রশস্তি করা নয়। তবে এই কলমের সঙ্গে বর্তমান সরকারের উদ্যোগের যে সাদৃশ্য সেটাই উঠে এসেছে অকপটে। একই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে লেখকের গ্রামের মতো বহু গ্রামে ঘরে ঘরে শৌচালয় গড়ে উঠলেও এখনও কিন্তু বহু এমন গ্রাম বা অঞ্চল রয়েছে যেখানে শত হস্ত দূরে এই বাথরুম। ফলে মাঠে ঘাটে প্রকৃতির টানে ছুটে যাওয়া ঘটে চলেছে নিরন্তর। যাদের আবার সুগার রয়েছে তারা তো এই সব অঞ্চলে পারলে বাড়ির চৌকাঠের মধ্যেই প্রস্রাব সেরে ফেলেন। অসুস্থতার অজুহাতকে তাও মানা যায়। ক্ষমা করা যায় না সেই সব অবিবেচকদের যারা শৌচালয়ের সুবিধা না তুলে এখনও গাড়ু নিয়ে দৌড়ান মাঠে।

মাঙ্গলিকী

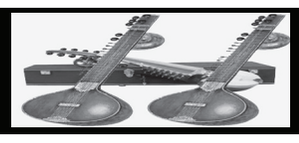

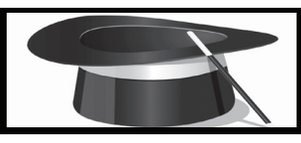

দমদমের ‘জাদুময়’ সাংস্কৃতিক আড্ডা

দমদম নিবাসী বরিষ্ঠ কবি, গল্পকার শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের আবাসন গৃহে অনুষ্ঠিত জাদুময় সাংস্কৃতিক আড্ডায় যোগদান করেন ১৯ জন আমন্ত্রিত সুধীজন। এই আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য তাঁর উষ্ণ স্বাগত ভাষণে বললেন, আসরে উপস্থিত সকলেই তাঁর পরিবারের সদস্য। সুতরাং এই আড্ডা যেন সকলে পারিবারিক আড্ডা বলেই মনে করেন।

সঞ্চালক, বরিষ্ঠ সাংবাদিক, জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন এই আড্ডা বরাবরই এক ব্যতিক্রমী আড্ডা। কারণ জাদুকে কেন্দ্রে রেখেই এ হল এক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ আড্ডা (ঠিক যেন ‘ইলিউশন অর রিয়ালিটির মাদারি মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক জাদুময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা)।

অতঃপর আসর শুরু হল পরিবারের ‘অভিভাবিকা’ (?) বালিকা হিমিকা ভট্টাচার্যের স্বরচিত কবিতা ‘জাদু আড্ডা’ পাঠের মাধ্যমে। সে আরও শোনালো হৃদয়স্পর্শী স্বরচিত কবিতা ‘আমি হারিয়ে যাব’ (হিমিকার কবিতা ইতিমধ্যে আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটদের ‘মনের খেয়াল’ বিভাগে। নামকরা কবিদের প্রশংসা অর্জন করেছে। হিমিকা পরে ‘স্কোয়ার সার্কল’ জাদুও দেখালো নিখুঁত ভাবে। হিমিকা জাদু শেখে তার পিতার কাছে, তথা জাদুকর, সিনথাসাইজার শিল্পী, আলোকচিত্র শিল্পী অর্ঘ্য ভট্টাচার্যের কাছেই (আমি যা কিছু শিখি তা আমার বাবার কাছেই শিখি’—উপনিষদ)। হিমিকার ‘দাদা’ তথা পিতামহ শ্রী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য শোনালেন স্বরচিত হৃদয়স্পর্শী কবিতা ‘ভালো তো তুই বাসিস’।

আবার আসরে বিশেষ আমন্ত্রিত সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল জমিয়ে দিলেন আসর, তাঁর রম্য রচনা ‘নকুড় মামার মাছ ধরা’–র পাঠে। স্বরচিত মনোগ্রাহী কবিতা শোনালেন জে এন রায়— তাঁর কবিতার নাম, ‘বদলে যাওয়া’। বরিষ্ঠ প্রবন্ধক শ্রী বেদমোহন ঘোষ পাঠ করলেন তথ্য পূর্ণ শ্রবণগ্রাহী নিবন্ধ, ‘আপনি নিজেকে কি খুব বয়স্ক মনে করছেন?’ আবার পরে তিনিই জাদুকর ভি এম ঘোষ হিসাবে কৌতুকপূর্ণ বাচনের সাথে সুন্দর ভাবে দেখালেন ধ্রুপদী জাদু, ‘নোট মেশিন’। কবি, সাহিত্যিক রামতনু মণ্ডল শোনালেন ‘আদর্শ ছেলে’–র স্বরচিত প্যারডি। শুনিয়েছেন অণু গল্প। শুনিয়েছেন ‘দেবতার গ্রাস’ কবিতাটির গলার মডিলিউশন সমৃদ্ধ আবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জে এন রায় এদিন মনোগ্রাহী অণু গল্প ‘বাবা–ছেলে’ও শুনিয়েছেন। ‘শুভ প্রত্যাশা’ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত জাদু সম্রাটকে নিয়ে লেখা তাঁর স্মৃতিমেদুর নিবন্ধটি পড়লেন সতীপ্রসাদ সরকার (এদিন যে শার্টটি সতীপ্রসাদ পরে এসেছিলেন, সেটি তাঁকে উপহার দিয়েছেন ভট্টাচার্য পরিবারের গৃহকত্রী শ্রীমতী ভাস্বতী, সেকথা গর্বের সাথে বললেন বরিষ্ঠ ব্যক্তি সতীপ্রসাদ)।

গলার অবস্থা একদম ভাল ছিল না, তবুও সকলের অনুরোধে কয়েকটি গান শোনালেন প্রতিভাময়ী সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত শিক্ষিকা ভাস্বতী দেবী। আবার আসর চলার মধ্যেই আড্ডার ‘জননী’ হিসাবে উপস্থিত সকলকে চা জলযোগের মাধ্যমে আন্তরিকতার ছোঁয়া দিতে ভুললেন না...

এবার আসা যাক জাদু প্রদর্শনীর কথায়। বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদুতে আসরকে জাদুময় করে তুললেন অমরনাথ দাস (এই প্রতিবেদক অমরনাথকে ভারতবর্ষের ‘এড মার্লো’ মনে করেন), বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (রঙ বেরঙের জাদুর নিয়মিত পেশাদারি প্রদর্শনের নমুনা রাখলেন), জাদুকর গোল্ড (অতি ধীর স্থির লয়ে প্রদর্শিত তাসের মনের জাদু, কারেন্সি নোট নিয়ে বৈঠকী জাদু), অর্ঘ্য ভট্টাচার্য (চিন্তা উদ্রেককারী তাসের জাদু ‘কার্ড ফ্লাই’ ও ধ্রুপদী তাস নিয়ে বিস্ময়কর মনের জাদু), বি কুমার (মুদ্রা ও তাসের মসৃণ বৈঠকী জাদু নিয়মিত প্রদর্শনের ছাপ বহন করে বি কুমারের সব খেলাই), ভোলানাথ দাস (কৌতুকময় তাসের জাদু, আবার বব হামারের ‘থ্রি অবজেক্টস ডিভাইনেশান’ খেলাটির প্রদর্শন, তবে প্রথমবার ভুলও করলেন!) রাজকুমার (আল কোরানের বিখ্যাত মনের ম্যাজিক সহ বিবিধ স্ব–চিন্তা সমৃদ্ধ বৈঠকী তাসের জাদু), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বসৃষ্ট খেলা, ‘পিক ইয়োর ড্রিঙ্ক’ সহ আরও কিছু বৈঠকী তাসের জাদু) প্রমুখ। আলাদা করে বলতে হয় যুবা প্রতিভা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। সুদীপ বিজ্ঞান কলেজে গবেষণারত ছাত্র। আবার সেই দেখালো সুচারু বৈঠকী জাদু কাগজ আর কারেন্সি নোট নিয়ে (আইনস্টাইন অবসর সময়ে বেহালা বাজাতেন না?) আসর ভাঙলো ৯টা বাজতে বাজতে তখন এই প্রতিবেদক মেট্রো ধরার জন্য ‘দৌড় দৌড়...’

আমন্ত্রণ মূলক পরবর্তী আসর ২৮শে জুন, বিকাল ৫টায়।

বাগবাজারে সারদা মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান

ইন্দ্রজিৎ আইচ

পরিকল্পনা ছিল অনেকদিন ধরেই ঠিক সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ১৯০৯ সালের ২৩শে মে উদ্বোধনী বাড়িতে মা সারদা প্রথম আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওখানেই কাটান। এই বাগবাজার তার পদস্পর্শে ধন্য। কথা গুলো এক নিশ্বাসে বলে গেলেন সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরিমল চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ তার উদ্যোগে ও ৭ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা বাপি ঘোষের সহযোগিতায় বাগবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের সামনে মা সারদার মূর্ত্তি উন্মোচন হল। এই মূর্তি উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সারদেশ্বরী আশ্রমের অধ্যক্ষা মা বন্দনা পুরী দেবী। ছিলেন মুকুল চক্রবর্তী, শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে।

সারদা অপর্ণা স্মৃতি মন্দিরের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পরিমল চক্রবর্তী ও জয়ন্তী বসাকের আবৃত্তি ও সংগীতের সিডি ‘‘সরস্বতী স্বরূপা সারদা দেবী’’। ‘‘করুণা পাথার জননী, লভিয়া জনম জয়রাবাটী, আঁখিজল মুছাইলে জননী ও তোমার দুয়ার সোনার ধ্বনি’’—গানগুলি গেয়ে শোনালেন পরিমল চক্রবর্তী, মুকুল চক্রবর্তী, আশিস সরকার ও শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘‘সারদা মা কে’’ নিয়ে বাগবাজার মায়ের বাড়ি সংলগ্ন স্থানে এই ধরনের অনুষ্ঠান এক কথায় অভিনব উদ্যোগ। সাধুবাদ জানাই পরিমল চক্রবর্তীকে।

যুগ সাগ্নিকের আসর

যুগ সাগ্নিকের একটি আসর যথারীতি জীবনানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা ও কৃষ্ণা বসু।তাঁদের সাথে মঞ্চে ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি বাবলু ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ‘যুগ সাগ্নিক পত্রিকার’ সম্পাদক, কবি প্রদীপ গুপ্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক লালন ফকিরের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,উপরোক্ত দুজনের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, অথচ দুজনেই ছিলেন ‘প্রাজ্ঞ’, বিশ্ব জগতকে আলোকিত করেছেন তাঁদের সমৃদ্ধ চেতনার আলোকে, ভালবেসেছেন সব মানুষকে। আর তাই, আমাদের চেতনা জাগ্রত করার জন্য দুজনের কাছেই আমাদের যেতে হবে। বিশ্ব কবির বিষয়ে শ্রীগুপ্ত একটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য মন্তব্যও করেন—তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কোন গান প্রেমের আর কোন গান পূজার তা প্রকৃতই বলা কঠিন।

এদিন আসরে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শঙ্কর বসুর বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। বইটি প্রকাশ করে তিনি বলেন, শঙ্কর বসুর কবিতায় রয়েছে আলোকিত চেতনার কাছে পৌঁছবার এক প্রয়াস। যুগসাগ্নিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার জন্য তিনি সম্পাদক প্রদীপ গুপ্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবি কৃষ্ণা বসুও পত্রিকাটির লেখার মানের প্রশংসা করেন— তাঁর প্রাজ্ঞ জোরালো মন্তব্য পেশ করেন এই বলে যে ‘কলম’ চিরকাল বেঁচে থাকে।

কবি শঙ্কর বসু তাঁর বিনীত ভাষণে বলেন, সব বাঙালিই কবিতা লেখেন। তিনিও সেইভাবেই শুরু করেন। বইটি প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি ‘যুগসাগ্নিক’কে ধন্যবাদ জানান। পরে বইটি থেকে ‘প্রভাত পাখির ডাক’, মননশীল কবিতাটি পাঠ করেন।

এদিন আসরে কবি নিতাই মৃধা শুকতারাতে প্রকাশিত কবিতা পড়েন। জয়ন্ত দত্ত পাঠ করেছেন স্বরচিত কবিতা ‘এক বৃদ্ধের সংলাপ’, ভাল লাগল। সুকবি বিমল দেব শুনিয়েছেন স্বরচিত মননশীল কবিতা ‘নববিতান’। এই প্রতিবেদকের অনুরোধে শুনিয়েছেন তাঁর ‘সিগনেচার পিস’ কবিতা ‘ভি বালসারা’ যে কবিতাটি বারবার শোনা যায়... মৌ গুহর কণ্ঠে ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ‘বিজয়া’–র আবৃত্তি ভাল লাগল। বাংলা লিটল ম্যাগাজিন ও শিক্ষা জগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন শোনালেন ‘আলিপুর বার্তা’ শারদীয় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হৃদয় ছোঁয়া তাঁর একটি কবিতা। অতি আধুনিক চিন্তাধারার ছোঁয়া পাওয়া গেলো কবি বৈজয়ন্ত রাহার একটি কবিতায়। শান্তনু মিত্রর কবিতাও ছিল এক কথায় অনবদ্য। শ্রদ্ধা জানিয়েই বলব, এদিনও কবি ব্রত চক্রবর্তীর সব কটি কবিতাই ছিল দুর্বোধ্য, যা দুর্বোধ্যতায় অতি আধুনিক বিমূর্ত চিত্রাঙ্কনকেও ছাপিয়ে যায়। অথচ বরিষ্ঠ কবি (যাঁর নাম খুব প্রচলিত নয়) দিবারঞ্জন দাসের সহজ সরল কবিতা সকলেরই ভাল লাগল। কবি রত্নেশ্বর হাজরার দুটি কবিতা, ‘থাকো’ ও ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ হৃদয়ে কেমন মোচর দেয়— দুটি কবিতাই বারবার শোনা যায়। কবি কৃষ্ণা বসুর ‘মশালটি জ্বলছে একা একা’ সহ সব কটি কবিতাই ভাল লাগল। সঙ্গীতে লিপিকা দে ছিলেন উজ্জ্বল। বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী সাথী দাশগুপ্তের পরিবেশিত ‘তবু মনে রেখো’ রবীন্দ্রসঙ্গীত হৃদয়স্পর্শী হয়। শৈলেন দাস এদিনও বলেন তাঁর একই কবিতা, ‘এক মুঠো স্বপ্ন’—এই কবিতাটি কিন্তু কবির ‘সিগনেচার পিস নয়’... জয় গোস্বামীর কবিতা, ‘সবচেয়ে উঁচু তারাকে বলি’–র আবৃত্তি আসরকে গভীরভাবে অনুরণিত করল। আবৃত্তিকার উদয় চক্রবর্তীকে অভিবাদন। পামেলা সরকারের কবিতা ‘পরম্পরা’ ভাল লাগল—পামেলা অনেকদিন পরে ভাল কবিতা শোনালেন। সৌরীন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বিজন ভট্টাচার্যের ‘ও হোসেন ভাই’ কবিতাটির পাঠ ভাল লাগল। রবীন্দ্রনাথের ‘মানুষ’ নিমাই মিত্রর পাঠে উজ্জ্বল হল। তাপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ, ‘ভারতবর্ষ’ ভাল লাগল। সুনীল গুহর মতো মননশীল কবি এদিন কি কবিতা শোনালেন? বালিকা শ্রীজিতা সরকার গাইল হৃদয় জুড়ানো গান। শ্রীকান্ত সরকারের গানও এক কথায় ছিল অনবদ্য। ভাল লাগল পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি বাবলু ভট্টাচার্যের কবিতা (মানুষটির মুখের হাসি সব সময়ে বুঝিয়ে দেয় তাঁর মনের উজ্জ্বলতার কথা) সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন আল কোরানের বিখ্যাত মনের ম্যাজিক, ‘‘একস্ট্রা সেনসারি প্লাস’। অমল করও শুনিয়েছেন স্বরচিত কবিতা। এদিনও আসর শুরু হতেই সভাগৃহের সব আসন পূর্ণ হয়ে যায় বহু গুণীজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়— বোঝা যায়, ‘যুগ সাগ্নিক’ এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে...

অঙ্গন বেলঘরিয়ার ‘‘নীল সবুজ’’ এক অনবদ্য প্রযোজনা

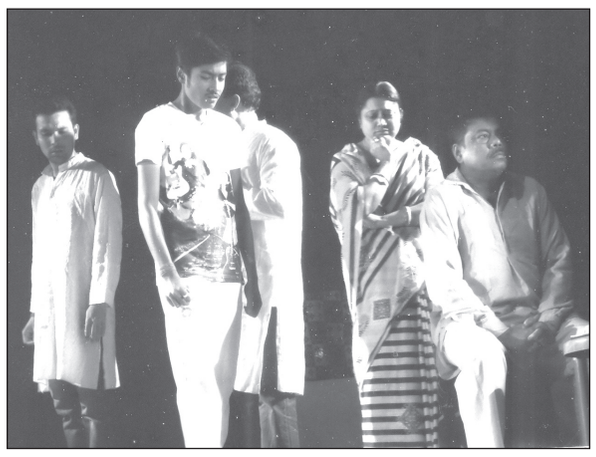

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি চাকুরে ঋতব্রত ও অন্বেষার দুই ছেলে নীল ও সবুজকে নিয়ে সুখের সংসার। নীল ছোট ছেলে। সে ফেসবুক–মোবাইল–কম্পিউটার গেম নিয়ে থাকে। লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়। সবুজ একেবারে উল্টো। মেধাবী, কেরিয়ার সচেতন, তবলা বাজায়। নিজের হাত খরচ নিজে চালায়। হঠাৎ ঋতব্রত (বাবা) খবর পায় নীল দুমাস স্যারের মাইনে দেয়নি, আবার স্যারের থেকে ৫০০ টাকা ধার করে কি যেন করেছে। বাড়িতে তাঁকে নিয়ে নিত্য অশান্তি। আবার সবুজ জানতে পারে ঘটনাচক্রে সে অন্বেষা–ঋতব্রতর ছেলে নয়। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝি মিটে যায়। সবুজ সব ব্যাপার মানিয়ে নেয় এবং নীল একটা বাচ্চা মেয়ের প্রাণ বাঁচায় ওই ৫০০ টাকা এবং স্যারের মাইনে দিয়ে।

শহুরে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের রোজকার সমস্যাসঙ্কুল জীবন যাপনের আলেখ্য এই নাটক প্রায় প্রতিটি পরিবারই এই সব সমস্যায় কমবেশি জর্জরিত। দিগভ্রান্ত নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা দিতেই এই নায়ক সকলকে নতুন পথের সন্ধান দেবে। ঋতব্রতর ভূমিকায় (অভি সেনগুপ্ত), অন্বেষা (বেবি সেনগুপ্ত) অর্নিমেষ (দেবজিৎ সরকার) মামা তপন বিশ্বাস এর অভিনয় ভাল, নীল চরিত্রে সায়ন সেনগুপ্তকে আরও তৈরি হতে হবে। নাটক বেবি সেনগুপ্ত, আলো অরুপ–শুভজিৎ। সঙ্গীতে তপন বিশ্বাস যথাযথ। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার তপন থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। দলের পক্ষ থেকে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয় পরিচালক তরুণ মজুমদার নাট্য পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র ভারতীর ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়কে।

জীবন দর্শন

আমরা কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করব?

মানুষ মাত্রেই জড় জাগতিক বিষয়কর্মে এতই ব্যস্ত থাকে যে তাকে ভগবানের নাম জপ করার উপদেশ দান করলে নানান অজুহাত খাড়া করে ভগবৎ সেবা ও স্মরণ থেকে বিরত থাকে। নানান ব্যক্তি নানান কারণে ভগবানের স্মরণ ও পুজোন করার সময় পায় না। ইচ্ছা থাকলেও পারে না। ভগবান সম্বন্ধে নিজস্ব তত্ত্ব খাড়া করে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রতিকুল পরিবেশে কিভাবে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করবেন –সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

কলিযুগে মানুষের আয়ু কম হবে এবং ভগবানের পুজার্চনা করার সময় থাকবে না, এটা তো বৈদিক শাস্ত্রকারগণ ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। তাই তো সকল কর্মের মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির কিভাবে শরণ নেবেন তার উপায় শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়ে জীবকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সকল কাজের মাধ্যমে কিভাবে তাঁকে ডাকবেন তাঁর পুজো করবেন তার সহজ পন্থা গীতায় উল্লেখ করা আছে। তাঁর পুজো করার জন্য বলবেন ফুল কেনার পয়সা নেই, নৈবেদ্য দেওয়ার সময় নেই। এই সব প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে কিভাবে ভগবৎ সেবা করবেন তার কিছু পন্থা আলোচনা করা হল।

১। ধরুন আপনি অফিসে কাজ করেন, খুব ব্যস্ত কিন্তু আপনার সন্তান বা স্ত্রী বা বাবামা বা আপনার অতি কোনও প্রিয়জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন অফিসের সমস্ত কর্মব্যস্তার মধ্যেও সব সময় আপনার অসুস্থ সন্তানের বা প্রিয়জনের কথা ভাবছেন। এর জন্যে আলাদা করে কোনও সময় হয়নি। এভাবে কর্মের মধ্যেও ভগবৎ স্মরণ হয় যদি যদি ভগবানকে আপনার বাড়ির কোনও প্রিয়জন ভাবেন। তখন তাকে ভাবার জন্য আলাদা করে সময়ের দরকার হয় না। শুধু প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা থাকলে ভগবৎ স্মরণ ও মননের মাধ্যমে আমরা অমৃতের আনন্দ আস্বাদন করতে পারি।

২। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারও প্রিয়তমা স্ত্রীর যদি বিবাহের আগে কারোর সঙ্গে ভালোবাসা থেকে থাকে তবে দেখুন সংসারের সকল কাজের মাঝে সে কেমন করে তার পূর্ব প্রেমিকের কথা সকল সময় স্মরণ করছেন। তার প্রেমিককে স্মরণ করার আলাদা সময় বার করতে হচ্ছে না। কাজের মাঝে ঠিক এইভাবে আমরা ভগবৎ স্মরণ করতে পারি। শুধু তাঁর প্রতি প্রেম, ভক্তি ও ভালোবাসা চাই।

৩। আপনার প্রিয়জন কেউ বিদেশে আছে। দেখুন কিভাবে কাজের মাঝে আপনি তাঁকে স্মরণ করছেন। ঠিক এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয়জন আমি তাকে ভালোবাসি, ভালোবাসার বস্তু বা ব্যক্তিকে পাওয়ার জন্য যেমন মনের কোণে চাহিদা থাকে, ঠিক তেমনই ভাবে ভগবানের সঙ্গে আমাদের মিলনের ইচ্ছাটা থাকলে তাঁকে স্মরণ করা যায়। তাঁকে ভালোবাসলেই তাঁকে স্মরণ হয়। তার জন্য আলাদা সময় বের করতে হয় না।

দৈনন্দিনজীবনে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন অতি সহজ। ভগবানের পুজোর জন্য তুলসীপাতা ও গঙ্গাজল আর বনফুলের মালা লাগে। এইগুলি কিনতে হয় না, আর কেনার জন্যে সামান্য পয়সা লাগে। ভগবান গীতায় বলছেন,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি।
অদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

অনন্য ভক্তিযোগ সহকারে যে কেউ আমাকে তুলসী পাতা, বনফুল, গঙ্গাজল আর ফল দান করে আমি যত্নসহকারে তা গ্রহণ করি। বাড়িতে তুলসী গাছ, ফুলের গাছ আর গঙ্গাজল রেখে ভগবানকে প্রতিদিন অর্পণ করা যায়। যদি সেটুকু নাও করতে পারেন তবে বাজারে গিয়ে ফুলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু বলুন–

ইদং পুষ্পং ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

এভাবেও আপনি ভগবানের পুজো করতে পারেন। আসল হল সদ ইচ্ছা, কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি। আমাদের মনকে যদি তাঁর পাদারবিন্দে রাখার চিন্তা করি তবে উপায় ও সময় দুটিই বেরিয়ে আসবে। শুধু তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা ও মন থাকলেই হবে। ফুলের দোকানে যেমন গিয়ে ফুলগুলিকে ভগবানের চরণে নিবেদন করলেন, তেমনি ফলের দোকানে গিয়ে যদি বলেন,

ইদং ফলং ওঁ নমঃ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ভগবান তাও গ্রহণ করেন। শ্রীমদভগবতে এমন অনেক উদাহরণ আছে, নদীতে একটি ভাসমান সুগন্ধ ফুলকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে পূণ্য সঞ্চয় করেছেন।

আসল বিষয় হল আমরা কৃষ্ণকে কতটা ভালোবাসি। ভগবান যে আমার ঘরের মানুষ, তিনি আমার ঘরে সতত বিরাজ করছেন এই ভাবনাটা থাকলে সব হবে। বাড়িতে কুকুর, বিড়াল, ছাগল পুষলে সে খাচ্ছে কি না তার খোঁজ রাখা হয়। অথচ আপনি যার জন্য পৃথিবীতে বেঁচে আছেন, যার অন্ন, জল, বায়ু সেবন করছেন আমরা তাঁর কথা ভাবি

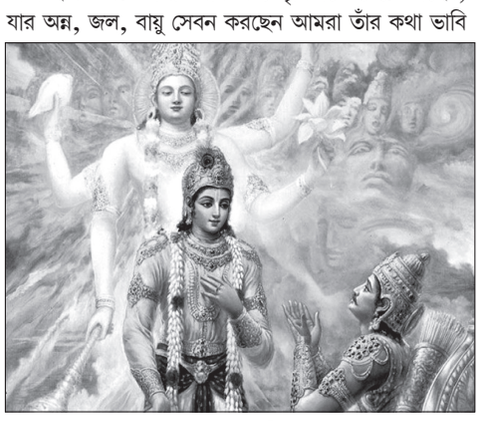

না। তিনি কত দয়াময় আমাদের জীবনের যা কিছু প্রয়োজন সব বিনামূল্য দান করে চলেছেন। বিনিময়ে তিনি কিছুই চান না শুধুই ভালোবাসা ছাড়া। রাত্রে ইলেকট্রিক জ্বালতে হয় তার জন্য মাসে মাসে ইলেকট্রিক বিল দিতে হয়। কিন্তু দিনের বেলায় সূর্যের আলো ভগবান দিয়েছেন তার জন্য আমরা তার জন্য একটু প্রণাম জানাই না ও ভালোবাসা জানাই না। একথা আমরা কখনও বলি না যে, হে ভগবান তুমি আমাদের জন্যে জল দিয়েছো, বায়ু দিয়েছো, উর্বর মাটি দিয়েছো তাই তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই।

বাড়িতে আমাদের খাবার জন্য মায়েরা প্রতিদিন রান্না করেন। কে খাবে? না স্বামী, মেয়ে, ছেলে। ভাবুন না আপনার বাড়িতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছোট্ট গোপাল হয়ে আপনার বাড়িতে আছে। তার জন্য রান্না করছি। তিনি খাবেন। তাই তার জন্য রান্না করছি। তিনি গ্রহণ করলে বাড়ির অন্ন কমে না বরং বাড়ে। তাই বাড়ির রান্না করার সময় যদি ভাবি এই রান্নাটা শ্রীকৃষ্ণ খাবেন তাহলেই তাঁর স্মরণ হল। আর অন্নটা প্রসাদ হল। খুন্তি নাড়ার সময় যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে খুন্তি নাড়েন তা হলে তাঁর স্মরণ এবং মনন হয়ে গেল। তার জন্যে আলাদা করে সময় বার করতে হয় না। তবে মনে রাখতে হবে, ভগবান মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি গ্রহণ করেন না। তিনি তো সকল জীবের পিতা। গীতায় বলা হচ্ছে– অহং বীজপ্রদ পিতা। সমস্ত সন্তানের আমি পিতা। পিতা কখনও সন্তানের মাংস ভক্ষণ করেন না। প্রশ্নই ওঠে না। তাই কোনও জীব হত্যা করে তা রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করা যায় না। অপরাধ হবে, মহা অপরাধ হবে। ভগবান শাক অন্ন গ্রহণ করতে ভালোবাসেন। অতি সহজ ও সস্তায় ভগবৎ ভজন হয়। শ্রবণ, কীর্তন ভগবৎ ভজনে দুটি প্রধান অঙ্গ। কাজের মাঝে, পথ চলার সময়, ভগবানের ভজন গান করুন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন। এর জন্যে আলাদা সময় বার করতে হয় না। ভগবৎ ভক্তেরা পথ চলার সময় পায়ের পদক্ষেপ ফেলার সময় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করেন। পথ চলার সময় ছন্দে ছন্দে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। আপনি পথ চলছেন মুখে মহামন্ত্র বলতে বলতে। আপনি রান্না করছেন মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। এই হল ভাবনা। মন কখনও শূন্য থাকে না। মন সব সময় কিছু না কিছু ভাবতে থাকে। এই ভাবনাটা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে জীবনে দুঃখ, কষ্ট, ব্যাথা, জ্বালা আর কিছু থাকবে না। তাই তো চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনকে ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনম বলছেন। এভাবে নিত্য কাজের মাঝে ভগবানকে স্মরণ করুন ও আনন্দে বাস করুন।

এর পরে যদি সময় পান গুরুর পরম্পরা ধারায় যারা প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববেত্বা তার কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করুন ও দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ভগবৎভক্তি অনুশীলন শুরু করুন। যখন আপনি মনে আনন্দ অনুভব করবেন তখনই আপনার শ্বরণ ও কীর্তন সার্থ। আপনার বাড়িতে একটি ফুলের গাছ আছে গাছে সুগন্ধ ফুল ধরে। বাড়িতে একটি ফলের গাছ আছে তাতে সুমিষ্ট ফল ধরে। এই সুগন্ধ ফল, সুমিষ্ট ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করে তা গ্রহণ করুন।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রচন্ড তিক্ত বিষ ভক্ষণ করার সময় ভগবানকে নিবেদন করলেন। দেখুন আর ভাবুন ওই তিক্ত বিষ ভগবান অমৃতরসে পূর্ণ করলেন। ভগবানকে প্রকৃত নিবেদিত বস্তু সকল সময় সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়। যদি না হয় বুঝবেন আমার ভক্তিপূর্ণ নিবেদন হয়নি। আপনার গাছের সুন্দর সুগন্ধ ফুলটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করুন। তাতে আপনার ভগবৎপ্রীতির সম্বন্ধ তৈরি হবে। সমাজে যেমন দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে প্রীতির বন্ধন তৈরি হয় ঠিক তেমনই ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রীতির বন্ধন তৈরি করতে গেল, দেওয়া নেওয়ার পর্ব শুরু করতে হবে। ভগবান খুব দামি উপহার গ্রহণ করেন না। তাঁর প্রিয় বস্তু হল তুলসী পাতা, গঙ্গাজল, ফুল ও ফল। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং। এই চারটি বস্তু ভগবানের অতি প্রিয়। তাই এগুলি ভগবানকে অর্পণ করলে ভগবান খুশি হবেন। এগুলো দেওয়ার সাথে তাঁর নাম সংকীর্তন করুন এইভাবে অআমরা ভগবানের সাথে প্রীতির বন্ধন তৈরি করে জীবনের প্রকৃত সুখ, শান্তি লাভ করতে পারি। অন্য কোনও ভাবে নয়।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের জয় হোক।

ইতিহাস গড়ল জাতীয় ক্লাব

কমল নস্কর

গোঁফে তেল দেওয়া অনেক দিন আগে থেকেই চলছিল। কাঁঠাল পাকার আগেই তার আস্বাদন গ্রহণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন অগণিত বাগান সমর্থক। পাড়ায় পাড়ায়, চায়ের দোকানের আড্ডায় গত এক-দু'মাস ধরে সমানে চর্চা চলেছে যে এবার আই লিগ তথা জাতীয় লিগ কলকাতায় আসবে কিনা। প্রথম থেকেই যে গতি এবং ধারায় মোহনবাগান শুরু করেছিল তাতে অনুমান করা যাচ্ছিল এমন কিছু ঘটবে। তবে তীরে এসে তরি ডোবার গত চার-পাঁচ বছরের ইতিহাস মোহন সমর্থকদের আশঙ্কাতেও রেখেছিল একই সঙ্গে। বিগত তিন-চার বছর আই লিগের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল মোহনবাগানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু দু'নম্বর কিংবা তিন নম্বর পজিশনে শেষ করতে হয়েছিল লাল-হলুদকে। সেদিক থেকে বলতে হবে সবুজ মেরুন ব্রিগেড অনেক ভাগ্যবান।

আর মোহনবাগানের এই দীর্ঘ দিনের খরা কাটানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অবদান রয়েছে তাদের 'লাকি' কোচ সঞ্জয় সেনের। বস্তুত চেতলা নিবাসী সঞ্জয়ের মতো লো-প্রোফাইল মানুষ কিভাবে সফলতম কোচ হয়ে উঠলেন তা বোধহয় আগামী দিনের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে। তবে যাবতীয় চর্চা কিংবা আলোচনাকে দূরে সরিয়ে এখন সামনে আসবে শুধুমাত্র মোহনবাগানের এই ভারত সেরা হওয়ার কাহিনি। যার পিছনে সঞ্জয় সেনের যেমন অবদান রয়েছে তেমনই দেশি এবং বিদেশি প্লেয়ারদেরও ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। এই ক্ষেত্রে নবীন প্লেয়ারদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়েছে প্রবীণরাও। এই যেমন বেলো রজ্জাক। আজ মোহনবাগান যে উৎসব করতে পারছে তা সম্ভব হয়েছে ৮৭ মিনিটে রজ্জাকের সুনিপুণ হেড বেঙ্গালুরুর জালে জড়িয়ে যাওয়ার পরেই। নইলে গত তিন-চার বছরের ইস্টবেঙ্গলি অভিজ্ঞতার মতোই তরী ডুবতে বসেছিল বাগানের।

কিন্তু কথায় বলে 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। এই প্রবাদ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল মোহনবাগানের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন পর বাংলা ফুটবলের চাকাও ঘুরল। গত চার-পাঁচ বছর দেশের সব থেকে ধারাবাহিক দল হলেও জাতীয় লিগ জিততে বারংবার ব্যর্থ হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আশা করা যায় নয়া পটভূমিকায় আগামী বছরগুলিতে ফের দেশের ফুটবল মানচিত্রে উঠে আসবে বাংলার নাম। এ রাজ্য তথা তিলোত্তমা কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা তার আবার জানান দেবে সে। মোহনবাগান এমনই একটা সময় দেশের সেরা এই টুর্নামেন্টে জিতল তখন এক সময়ের প্রবল প্রতিপক্ষ তথা পাঁচ বারের আই লিগ জয়ী গোয়ার ডেম্পো স্পোর্টসকে পড়তে হলো অবনমনের কবলে। এও এক অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা বটে। বাংলার ফুটবলের গ্রাফ যখন করতে শুরু করে তখন দেশের সেরা ফুটবল খেলিয়ে রাজ্য হিসেবে উঠে আসে গোয়া। একটা সময় এমন গিয়েছে যখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবগুলিকে গোয়ার ডেম্পো, চার্চিল বা সালগাওকরের কাছে চূড়ান্ত লজ্জার হার স্বীকার করতে হত। সেদিক থেকেও ২০১৫-র এই ক্ষণ এক উলট পুরাণের বার্তা বহন করছে।

আসলে শুধু কোচের ম্যানেজমেন্ট দক্ষতাই নয়, দল হিসেবে খেলার পরিণাম যে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে তার উদাহরণ এবারের মোহনবাগান। এবারের জাতীয় লিগ জয়ের জন্য শুধুমাত্র এক-দুজন প্লেয়ারকে হিরো বানালে চলবে না। প্রায় প্রত্যেকেই বাগানের হয়ে জান দিয়ে খেলেছে এবার। ক্যামেরুনের পিয়ের বোয়া, জাপানি বোমা কাতসুমি, বরিষ্ঠ ডিফেন্ডার নাইজেরিয়ার বেলো রজাকের পাশাপাশি সমানভাবে উজ্জ্বল ছিলেন দেবজিৎ, শিল্টন, সৌভিক, পঙ্কজ মৌলা, প্রীতম কোটালরা।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে বাগানে এবারই প্রথম খেলতে আসা আরও এক আফ্রিকান ফুটবলার সনি নর্ডির নাম। বাংলাদেশে খেলা এই প্লেয়ারটিকে চিনতে মোহনবাগান কর্তারা যে ভুল করেনি তা বোঝা যাচ্ছে এবার। দলের জাতীয় লিগ জয়ের পিছনে প্রথম তিনটি নাম বলতে হলে পিয়ের বোয়া, সনি নর্ডির সঙ্গে সমান ভাবে উঠে আসবে বঙ্গ সন্তান গোলকিপার দেবজিতের নাম। শিল্টন পাল মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন হওয়া সত্ত্বেও এবার বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিপক্ষকে রুখে দিয়েছেন বাগানের এই শেষতম ডিফেন্স দেবজিৎ।

তাছাড়া সৌভিক, পঙ্কজ, প্রীতমরাও ছিলেন আগাগোড়া ধারাবাহিক। কাতসুমিও কোনও অংশে কম যাননি এবার মোহনবাগানকে ভারত সেরা করার লড়াইয়ে। এই জাপানি প্লেয়ারটি বোমার মতো নিক্ষেপিত হয়েছে বিপক্ষের জন্য। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোহনবাগান ছিল এবার একাই একশো। কোচ সঞ্জয় সেনের অনভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ছিলেন আরও দুই প্রাক্তন জাতীয় লিগ জেতা কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য এবং সুভাষ ভৌমিক। স্বভাব বিনয়ী সঞ্জয় সেন সকলকে অবাক করে এই সিনিয়রদের পাল্টা দিতে দ্বিধা করেননি। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, এ সবই হচ্ছে ক্লাবের স্পিরিট নষ্ট করার জন্য। সুভাষ ভৌমিকের থেকেও সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে বেশি সরব হয়েছিলেন মোহনবাগানের ঘরের ছেলে সুব্রত ভট্টাচার্য।

আশা করি এবার দেশের সেরা ট্রফি জিতে ভারত সেরা হয়ে মোহনবাগান কোচ সঞ্জয় সেন তার যোগ্য জবাব দিলেন। বেশ কয়েকজন মোহনবাগান সমর্থককে এও বলতে শোনা যাচ্ছে, গত এক দশক ট্রফির নাম গন্ধ না থাকা বাগান এক ঝটকায় দেশের সেরা হয়েছে। যা অঙ্কুরিত হয়ে আগামী দিনে বাংলার ফুটবলকে ফের মহীরূহ করে তুলবে। হয়তো আগামী দিনে ইস্টবেঙ্গলও জাতীয় লিগ জিতবে। তবে খরা বা অভিশাপ কাটানোর ক্ষেত্রে মোহনবাগান ইতিহাসে থেকে যাবে পথিকৃত হিসাবে। কলকাতা ফুটবলে এই স্বর্ণজ্জ্বল সময় তৃতীয় প্রধান হিসেবে পরিচিত মহমেডানেরও পূর্ব গরিমা ফিরে পাওয়া উচিত। তবেই হবে 'সোনে পে সুহাগা'। যদিও সাদা-কালো দলটি এখনও জাতীয় লিগের মূল পর্বে খেলে না।

আশা করা যায় তারাও দ্রুত উঠে আসবে ফুটবলের মূল স্রোতে। আর চাকা যখন ঘুরেছে তখন দেশের ফুটবলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট সন্তোষ ট্রফিতেও বাংলার জয়ের ধ্বজা তুলে ধরতে হবে। তাহলেই আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবে মোহনবাগানের এই ভারত সেরা হওয়া। বাংলা প্রমাণ করবে এখনও ভারতীয় ফুটবলের সেরা তারাই।

বাগানের জয়ে তান্ত্রিক কার্তিকের অবদান কম নয়

মলয় সুর

মোহনবাগান চোদ্দ বছর পর ভারত সেরা জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটির (১২৫ বছরের) এই লিগ জয়ের লড়াইয়ে এবারই প্রথম দেখা গেল বারাসতের বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে তান্ত্রিকের আবির্ভাব। মোহনবাগানের বেশ কয়েকটি খেলায় গ্যালারিতে তাঁর গলায় লাল রংয়ের মালাটা বনবন করে ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছাড়াও রয়েছে জোড়া হাড়গোড় ও জবাফুল। মোহন কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণে আই লিগ জয়ের খেতাব পাওয়ার জন্য তান্ত্রিক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ২৩ মে শনিবার স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া ম্যাচের আগেই বলে দেন, মোহনবাগান দু গোলে জিতবে। তবে ওদের ওডাফা ওকোলিকে মন্ত্রে বোতল বন্দি করে দিয়েছি। দেখবে ওডাফা খেলতে পারবে না। মাঠে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে একান্তে কথা হচ্ছিল। ওডাফা দুটি মুভমেন্ট ছাড়া সত্যিই বাকি সময়ে সেরকম কিছুই করতে পারেনি। এদিন মোহনবাগান ক্লাবের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ধুনি জ্বেলে মা কালীর কাছে মন্ত্রোচ্চারণের জন্য তন্ত্রচর্চা করেন। তিনি কামাক্ষ্যা, তারাপীঠ শ্মশানে এমন কি নলটেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ করেন। প্রসঙ্গত, ফ্রান্সে বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালীন অক্টোপাস খেলার ফলাফল আগে থেকে বলেছিল। তান্ত্রিক কার্তিকবাবু বলেন, তিনি বেঙ্গালুরু যাচ্ছেন, এবার আই লিগ আসবে সবুজ মেরুন বিগ্রেডে। রবিবার ফোনে বেঙ্গালরু থেকে কার্তিকের সঙ্গে কথা হয়, ৩১ মে বাংলার ফুটবলে এক নজির ইতিহাস সৃষ্টি হল। জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। ম্যাচ শেষে তান্ত্রিক রীতিমতো হিরো বনে গিয়েছেন। এদিন অবশ্য মোহনবাগানের প্রতিটি খেলোয়াড় অসাধারণ ভালো ফুটবল খেলেছেন। অবশেষে তান্ত্রিকের মন্ত্রেই মোহনবাগান জাতীয় লিগ নিয়ে সত্যই ফিরল। তন্ত্রমন্ত্র কুসংস্কার না বিজ্ঞান বিরোধী সেটা এই আলোচনার বিষয় নয়। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোনও আজেবাজে সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়াও হচ্ছে না। তবে সবুজ মেরুনের জাতীয় লিগ জয়ের পিছনে কার্তিক বাবুর আন্তরিক মনোভাবকে কুর্নিশ করতেই হবে।

মনের খেয়াল

উল্লু বানায়া

জে এন রায়

ভবানীপুরে একটা কাজে গিয়েছিলাম। কাজটা তাড়াতাড়ি মিটে গেল বলে ভাবলাম আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু প্রত্যুষের সঙ্গে দেখা করে যাই। কলিং বেল টিপতেই ব্যালকনি থেকে দুটি কচি মুখ উঁকি মারল, কাকে চাই?

—প্রত্যুষ আছে?

—নেই, বাজার গিয়েছে।

ঘড়িতে দেখলাম বেলা একটা। হতে পারে, একটু দেরিতে বাজার গেছে হয়তো। কী করব ভাবছি, এমন সময় দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে শিপ্রা, আরে আসুন কৌশিকদা, কেমন আছেন?

—অসময়ে এসে অসুবিধেয় ফেললাম তো!

—আরে না না, আসুন। অনেক দিন পর এলেন, বৌদিকেও আনতে পারতেন।

শিপ্রার পিছন থেকে দুটো মেয়ে উঁকি মারছিল। বড়টাকে আগে দেখেছি। ছোটটাকে দেখিনি। ছোটটা খুব কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে আর দিদিকে কী যেন বলছে।

ডাইনিং স্পেসে বসে কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে যাচ্ছি, এমন সময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল প্রত্যুষ, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে প্রশ্ন, কে এসেছে কে চুমকী?

মনের মধ্যে প্রশ্ন, ব্যাপারটা কী হল? ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে দুটোর দিকে তাকালাম। আমার চোখে মুখেও প্রশ্নের অভিব্যক্তি। ছোটটা হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল, উল্লু বানায়া!

গ্রীষ্মের ছড়া

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর)

ভর দুপুরে ভাদুর মামা আদুর গায়ে মাদুর পেতে
সাধতে বসেন 'সা-রে-গা-মা'...
'গা-মা'-র পরেই টিনের চালে দুই 'গামা'-তে বেজায় লড়াই
গান থামিয়ে মামা বলেন, 'থামারে তোরা,
করবনা আর গানের বড়াই।'
দুই 'গামা'-তে নেমে এসে লেজ ফুলিয়ে
চোখ পাকিয়ে বলল তেড়ে, ''থামাও তবে
সা-রে-গা-মা, গায়ে ওঠাও কাজের জামা!''

পরাধীন ভারতবর্ষে বিখ্যাত কুস্তিগীরের নাম ছিল ''গামা পালোয়ান''। আর ওপরে যে দুজন গামা পালোয়ানের কথা বলা হয়েছে তারা যে দুটো হনুমান, সেটা তো বুঝতেই পেরেছো।

ধাঁধা

হাবড়াতে পাইনি বড়া
তাইতো ছুটি হাওড়াতে,
রসদ নিয়ে দরটা দিয়ে
নেমে পড়ি মাঝ রাস্তাতে।
পাগলাটার নেইকো গলা
তবু গান করাটা তার চাই;
মাঠের বাতাস বাস হীন
তাই মাটের বাতাস খাই।
শেষটুকু আর বলছি নাকো
এখানে থামাই ভালো,
কীসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে
ভেবে চিন্তে বলো।

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৬-১২ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

গত সংখ্যার ছবিতে জব্দর উত্তর

(১) ট্রাক শুট আলাদা (২) পাখি নেই (৩) পকেট আছে (৪) গোঁফ নেই (৫) রাস্তার ধারে স্ল্যাব ভাঙা (৬) হাতে ঘড়ি

জন্মেঞ্জয় মিদ্যা, দশম শ্রেণি

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।